বর্ণাঢ্য উৎসবে হিজাব পরলেন তিন হাজার তরুণী

সারে-জমিন

সন্দেশখালির মানুষকে শেষ সাহারা দেবেন মমতা

রূপসী বাংলা

মায়ানমার নিয়ে যে সংকটের মধ্যে ভারত

সম্পাদকীয়

প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হওয়া ইসলামের আদর্শ

দাওয়াত

এক ইনিংসে ৮ ক্যাচ, বিশ্ব রেকর্ডে অ্যালেক্স ক্যারি

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
২ ফাল্গুন ১৪৩০
৪ শাবান, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 44 ■ Daily APONZONE ■ 15 February 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

পাঞ্জাব সফরে যাচ্ছেন মমতা, বৈঠক কেজরি ও ভগবন্ত মানের সঙ্গে

আপনজন ডেস্ক: আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাব সফরে যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে খবর, পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। ভগবন্ত মানের পাশাপাশি আম আদমি পার্টির প্রধান এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালেরও এই বৈঠকে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বর্ণমন্দিরে গিয়ে সেখানে পুজো দিতে পারেন বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

প্রসঙ্গত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে "একলা হাঁটবেন"। সিপিএমের সঙ্গে হাত মেলানো এবং তৃণমূলের আসন ভাগাভাগির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় কংগ্রেসের সমালোচনাও করতে শোনা যায় মমতাকে।

এই সিদ্ধান্তের পরে এবং আপ পাঞ্জাবে কংগ্রেসের সাথে আসন সমঝোতার কোনও সম্ভাবনা নাকচ করে দেওয়ার পরে, এই বৈঠকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, কংগ্রেস ও সিপিএমকে ছাড়াই বৈঠকে বিকল্প ফ্রন্টের কথা বলা হতে পারে।

আলোচনায় অধীর-সেলিম, নেই আইএসএফ

রাজ্যে জোট নিয়ে আজ কংগ্রেস-সিপিএম বৈঠক

আপনজন ডেস্ক: বিজেপি বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে আসন সমঝোতা নিয়ে তৃণশূলের প্রস্তাব কংগ্রেস না মানায় এ রাজ্যে আগামী লোকসভা নির্বাচনে একলা চলো রে নীতি অবলম্বন করছেন মমতা। সেই আবহের মধ্যে আগামী লোকসভা নির্বাচনের কথা ভেবে রাজ্য সিপিএম কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে যেতে চাইছে। বিজেপি ও তৃণমূল বিরোধী শক্তিকে এককাট্টা করতে রাজ্য সিপিএমের তরফে এই উদ্যোগ নিয়েছেন মুহাম্মদ সেলিম। লোকসভা ভোটে রাজ্যে বিজেপি ও তৃণমূল বিরোধী জোট নিয়ে বৃহস্পতিবার সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মুহাম্মদ সেলিম আলোচনা বসতে চলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরির সঙ্গে।

দেরিতে হলেও প্রদেশ কংগ্রেস ও রাজ্য সিপিএমের এই কাছাকাছি আসার পিছনে রয়েছে মমতার কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতাকে বাই বাই জানানো। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে বহু আলোচনার পর রাজ্যে কংগ্রেসকে ২ টির বেশি আসন তৃণমূল ছাড়বে না বলে জানিয়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রদেশ কংগ্রেস তাতে নারাজ হওয়ায় লোকসভা ভোটে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের কোনও রকম সম্ভাবনা ইতিমধ্যে খারিজ করে দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অপরদিকে তৃণমূলের সঙ্গে যে তারা জোটে আগ্রহী নয় তা তারও আগে দলের হাইকম্যান্ডকে জানিয়ে দিয়েছিল প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। তারপর

মমতার একটি মন্তব্য কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের জোটের সম্ভাবনায় জল ঢেলে দেয়। সম্প্রতি মমতা বলেছিলেন, লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দেশে ৪০টি আসন পেয়ে দেখাক। সেই মন্তব্যকে ঢাল করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সংসদে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। ফলে, তৃণমূলের সঙ্গে জোটের রাস্তা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। যদিও জোট প্রসঙ্গ ফের আসে রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করলে। রাজ্যর সরকার রাহুলের যাত্রায় প্রশাসনিক বাধা তৈরি করায় ব্যাপক ক্ষোভ ছড়ায় কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে। রাহুলের যাত্রা বাংলা থেকে ঝাড়খণ্ডে প্রবেশের পর তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে আসন সমঝোতা নিয়ে কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের মুখে আর কোনও উচ্চ বাচ্য শোনা যায়নি।

ফলে, তৃণমূলের সঙ্গে জোট হচ্ছে না বলেই ধরে নেওয়অ হয়।

সেই পরিস্থিতিতে এবার বামেদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চলেছেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। বৃহস্পতিবার বহরমপুরের টাউন ক্লাবে ২ নেতার মধ্যে আসন সমঝোতা নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা হবে বলে বুধবার জানিয়েছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মুহাম্মদ সেলিম। সেলিম আরও জানান, বামফ্রন্টের বাইরের শক্তি এবং কংগ্রেস, আইএসএফ'র সঙ্গেও কথা বলছি। কথা হবে আন্দোলন নিয়ে, নির্বাচন নিয়েও। তাই লোকসভা ভোটে পশ্চিমবঙ্গে ত্রিমুখী লড়াইয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বৃহস্পতিবার বহরমপুরে অধীর চৌধুরীর সঙ্গে প্রাথমিক আসন রফা নিয়ে আলোচনায় বসবেন তিনি। বহরমপুর টাউন ক্লাবে নিরপেক্ষ জায়গায় হবে বৈঠক। সূত্রের খবর, রাজ্যের ৪২ টি লোকসভা আসনের কে কোথায় লড়বে তার প্রাথমির একটি রূপরেখা তৈরি হতে পারে এদিন। তবে, এই বৈঠকে আইএসএফকে ডাক হয়নি বলে সূত্রে খবর। সূত্রের খবর, কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা চূড়ান্ত হলে সিপিএম আইএসএফের সঙ্গে আলোচনায় বসবে।

উত্তরবঙ্গে কংগ্রেস ও দক্ষিণবঙ্গে বামেরা বেশি আসনে লড়তে পারে বলে সূত্রের খবর। অবশ্য, আইএসএফ এই বৈঠকে শামিল না হওয়ায় বাম ও খংগ্রেসের আসন রফা নিযে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। ইতিমধ্যে, আইএসএফের একমাত্র বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী যায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেয়েছেন। সে প্রসঙ্গ সিপিএম ও কংগ্রেসের আলোচনায় উঠতে পারার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, রাজ্যে জোট নিয়ে বাম কংগ্রেসের এই উদ্যোগ নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি তৃণমূল।

রাজস্থান থেকে রাজ্যসভার জন্য মনোনয়ন জমা দিলেন সোনিয়া গান্ধি

আপনজন ডেস্ক: লোকসভার সঙ্গে দীর্ঘদিনের সংস্রব ছেড়ে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি এবার রাজ্যসভায় আসতে চলেছেন। শারীরিক অসুস্থতার দরুন লোকসভা ভোটে দাঁড়ানোর ঝক্কি না নিয়ে দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবার তিনি রাজ্যসভার সদস্য হতে চলেছেন। সে জন্য অনেক ভাবনাচিন্তার পর রাজস্থানকে তিনি বেছে নিয়েছেন। এ রাজ্য থেকে এর আগে রাজ্যসভায় এসেছিলেন মনমোহন সিং। অসুস্থতার জন্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আর সংসদীয় রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নেবেন না।

বুধবার সকালে সোনিয়া গান্ধী রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর রওনা হন। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, ছেলে রাহুল গান্ধী ও রাজস্থানের দুই শীর্ষ নেতা অশোক গেহলট ও শচীন পাইলট উপস্থিত থাকবেন। রাহুল মাকে সঙ্গ দেবেন বলে এদিন ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা বন্ধ রাখা হয়েছে। মঙ্গলবারই তিনি ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় স্থগিত করে ছত্তিশগড় থেকে দিল্লি চলে আসেন।

২৭ ফেব্রুয়ারি সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার মোট ৫৬ আসনে নির্বাচন। ১৫ রাজ্য থেকে এই আসনগুলো খালি হচ্ছে। এই ৫৬ আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৯ থেকে ১০টি আসন জিততে পারে। রাজস্থান থেকে খালি হচ্ছে দুটি আসন। তার একটি থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন মনমোহন সিং।

ফের কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ দিল্লি সীমান্তে

আপনজন ডেস্ক: পঞ্জাব ও হরিয়ানার শম্ভু সীমান্ত এলাকায় অবস্থানরত কৃষকদের উপর টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটাল পুলিশ। বুধবার আন্দোলনকারী কৃষকদের 'দিল্লি চলো' অভিযানের দ্বিতীয় দিনে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী এই সীমান্তে অবস্থান করেছিলেন। সেই সময় হরিয়ানা পুলিশ কৃষকদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার সেল ফাটায় বলে জানা গিয়েছে। হরিয়ানার জিন্দ জেলার ডাতা সিংওয়ালা-খানৌরি সীমানাতেও একই রকমের অচলাবস্থা চলছে। সেখানে কৃষকদের তাঁদের ট্রাক্টর ও ট্রলি নিয়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা আটকাতে ব্যারিকেড করে দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

দিল্লি চলো' অভিযানে অংশ নিতে পঞ্জাবের বেশ কয়েকটি জায়গা থেকে কৃষকরা শম্ভু সীমানায় এখনও নিয়মিত আসছেন। পাঞ্জাবের পাশে জাতীয় সড়কের ধারে প্রচুর সংখ্যক ট্রাক্টর-ট্রলি দাঁড় করিয়ে রেখেছেন কৃষকরা। প্রতিবাদী কৃষকরা, ফসলের ন্যূনতম সমর্থন মূল্যের (এমএসপি) আইনি নিশ্চয়তার দাবি তুলেছেন। জানা গিয়েছে, কৃষকরা হরিয়ানা সীমান্তে একাধিক স্তরে দেওয়া ব্যারিকেডগুলিকে ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করেছিলেন। সেই সময় পুলিশ তাঁদের সরাতে কাদানে গ্যাসের সেল ফাটায়। তবে, তারপর থেকে আর কোনও প্রচেষ্টা কৃষকদের তরফে হয়নি। মঙ্গলবার, 'দিল্লি চলো' অভিযানের প্রথম দিনে, শম্ভু এবং দাতা সিংওয়ালা-খানৌরি সীমানায় সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারী কৃষক ও পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। তবে, আন্দোলনকারী কৃষকরা জানিয়েছেন, তারা জাতীয় রাজধানীতে এই অভিযান নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। এমনকী শম্ভু সীমানায় অসংখ্য যুবক ও কৃষক তাদের ট্রাক্টরকে প্রস্তুত করছেন। অন্যদিকে বুধবার তিন কৃষক নেতা ও গোয়েন্দা আধিকারিকদের মধ্যে

আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক কৃষক নেতাদের

বৈঠকে অংশ নেওয়া পঞ্জাব সরকারের আধিকারিকরা জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আন্দোলনরত কৃষক নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মধ্যে একটি বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। পাঞ্জাবের গোয়েন্দা আধিকারিকরা শম্ভু অবরোধের কাছে রাজপুরার একটি হোটেলে তিন কৃষক নেতার সঙ্গে দেখা করে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে একটি বার্তা দিয়ে জানান, জগজিৎ সিং ডালেওয়াল এবং সারওয়ান সিং পান্ধের বৃহস্পতিবার চণ্ডীগড়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছেন।

গুজরাতে ঘোড়ায় চড়ে বিয়ে করতে যাওয়ায় দলিত বরকে মারধর

আপনজন ডেস্ক: গুজরাতের গান্ধিনগর জেলায় এক দলিত বরকে ঘোড়ায় চড়ে বিয়ের শোভাযাত্রায় নিয়ে যাওয়ার ঘটনা মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে। বিয়ের অনুষ্ঠান চলাকালীন বর্ণবিদ্বেষী এক ব্যক্তি একটি মোড়ে দলিত বরকে মারধর করে। এই ঘটনার লাইভ ফুটেজ ধরা পড়েছে ক্যামেরায়। কালোল পুলিশ তৎক্ষণাৎ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারা এবং নৃশংসতা আইনের অধীনে একটি দলিত বরকে ঘোড়ায় চড়াতে বাধা দেওয়া এবং তাকে মারধর করার জন্য মামলা দায়ের করে।

জানা গেছে, ১৩ ফেব্রুয়ারি বিকেলে গান্ধিনগর জেলার মানসা তালুকের চানাসমা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। কানহাইয়ালাল এক সংবাদমাধ্যমের কাছে সাথে এই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, এটি তার ছেলে বিকাশের বিয়ের অনুষ্ঠানের সময় ঘটেছিল। তাঁর ভাইপো সঞ্জয় চাভদা এই বিষয়ে একটি এফআইআর দায়ের করেছেন। ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে সঞ্জয় চাভদা বলেন, 'এটা আমার খুড়তুতো বোন বিকাশের বিয়ে। বিয়ের শোভাযাত্রা আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, প্রায় ১০০ জন লোক অংশ নিয়েছিল। মিছিলটি নববধূ চাঁদনীর বাড়ির দিকে এগোতেই মোটরসাইকেলে করে এক ব্যক্তি এসে হাজির। তিনি ঘোড়ার উপর বসে থাকা বিকাশের কাছে থামলেন এবং জোর করে তাকে তার কলার ধরে টেনে নামিয়ে দিলেন, প্রক্রিয়াটিতে তাকে চড় মারলেন। আমাদের কাছে ঘটনার ভিডিও প্রমাণ রয়েছে এবং স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন শৈলেশ ঠাকোর, জয়েশকুমার জীবন ঠাকোর, সমেরকুমার দীনেশ ঠাকোর এবং অশ্বিন কুমার ঠাকোর, ঠাকোর সম্প্রদায়ভুক্ত। নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে মনে করেন।। এর আগেও এমন বেশ কয়েকটি ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। ২০১৯ সালের মে মাসে গুজরাটের মেহসানায় এক দলিত ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাত করার পরে পুরো দলিত সম্প্রদায় সামাজিক বয়কটের মুখোমুখি হয়েছিল।

জাতপাত নিয়ে বৈষম্য সহ্য করতে না পারায়

মধ্যপ্রদেশের ৪০টি দলিত পরিবার একসঙ্গে গ্রহণ করল বৌদ্ধ ধর্ম

অঙ্কিত পাচৌরি ● ভোপাল

আপনজন: মধ্যপ্রদেশের শিবপুরী জেলায় ৪০টি দলিত পরিবার সম্মিলিতভাবে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করেছে এবং বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছে, বর্ণ বৈষম্যকে তাদের সিদ্ধান্তের অনুঘটক হিসাবে উল্লেখ করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে জেলার কারাইরা তহসিলের বাহগওয়ান গ্রামে, যেখানে ভাগবত কথা অনুষ্ঠান চলাকালীন উত্তেজনা বাড়ে।

ভাগবত কথার সমাপ্তিতে আয়োজিত ভান্ডারার সময় জাতভ সম্প্রদায়ের সদস্যদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ছিল এই গণ ধর্মান্তরের কারণ। গ্রামের বাসিন্দা মহেন্দ্র বৌদ্ধের মতে, সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ সত্ত্বেও, তাদের অন্যায়ভাবে প্লেট পরিবেশন করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল, যা এই অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আশ্চর্যজনকভাবে, তাদের জানানো হয়েছিল যে জাতভ সম্প্রদায়ের সদস্যরা যদি প্লেট পরিবেশনের ব্যবস্থা করেন তবে বাসনপত্রগুলি অপবিত্র হয়ে যাবে। ফলস্বরূপ, তারা ফেলে দেওয়া পাতা পরিষ্কার করার মতো ছোটখাট কাজগুলিতে অবনমিত হয়েছিল, অপমান ও প্রান্তিকতার অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল।

এই বৈষম্যমূলক ঘটনাটি নিপীড়িত সম্প্রদায়ের জন্য চূড়ান্ত খড়কুটো হিসাবে কাজ করেছিল, যার ফলে তারা সম্মিলিতভাবে বর্ণ-ভিত্তিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ধর্মকে একটি বিবৃতি হিসাবে গ্রহণ করেছিল। দলিত আন্দোলনের

পূজনীয় ব্যক্তিত্ব বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরের ২২টি শপথ পাঠের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছিল।

তবে গ্রামের সরপঞ্চ গজেন্দ্র রাওয়াত এই অভিযোগ অস্বীকার করে প্রকৃত অভিযোগের পরিবর্তে বাইরের প্রভাবের কারণে রূপান্তরকে দায়ী করেছেন। তিনি যুক্তি দেন যে ভান্ডারার সময় কোনও বৈষম্যমূলক অনুশীলন প্রয়োগ করা হয়নি এবং পরামর্শ দেয় যে দলিত পরিবারগুলি বহিরাগত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে কারাইরার এসডিএম অজয় শর্মা তদন্ত শুরু করেছেন, যদিও গ্রামবাসীরা বর্ণ বৈষম্যের কোনও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেননি। তদুপরি, এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে দলিত পরিবারগুলি বৌদ্ধধর্মে আনুষ্ঠানিক লিখিত দীক্ষা গ্রহণ করেনি, বরং ভান্ডারার সময় সমন্বয়ের সমস্যার কথা উল্লেখ করে একটি মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

পরস্পরবিরোধী বিবরণ সত্ত্বেও, এই ঘটনাটি বর্ণ বৈষম্যের ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ এবং ভারতে সামাজিক সাম্যের জন্য চলমান সংগ্রামকে তুলে ধরে, বিশেষত গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলিতে যেখানে এই ধরনের কুসংস্কার প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলিকে জর্জরিত করে চলেছে।

শিবপুরীর সাম্প্রতিক ঘটনাটি গুজরাতের বিষাদ হাদমাটিয়ায় ঘটে যাওয়া রূপান্তরমুখী ঘটনাগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ২০২৩ সালের ২১ মে গুজরাতের ভেসান তালুকে অবস্থিত বিষাদ হাদমাটিয়ায় একটি গভীর এবং ঐতিহাসিক রূপান্তর ঘটেছিল। এই নির্মল গ্রামটি ভারতীয় ইতিহাসের ইতিহাসে প্রথম স্থান অর্জন করে যেখানে কোনও দলিত পরিবার হিন্দু বিশ্বাসের মধ্যে ছিল না। বর্ণভিত্তিক বৈষম্যকে সম্মিলিতভাবে প্রত্যাখ্যান এবং সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচারের সাহসী ঘোষণার প্রতীক হিসাবে ৭৫টি দলিত পরিবার বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করার সাথে সাথে এই স্মরণীয় উপলক্ষটি প্রকাশিত হয়েছিল। এবার একই ঘটনা ঘটল মধ্যপ্রদেশে।

ঠাকুর পরিবারের অন্দরে মুসলিম বৃত্তান্ত

জাইদুল হক

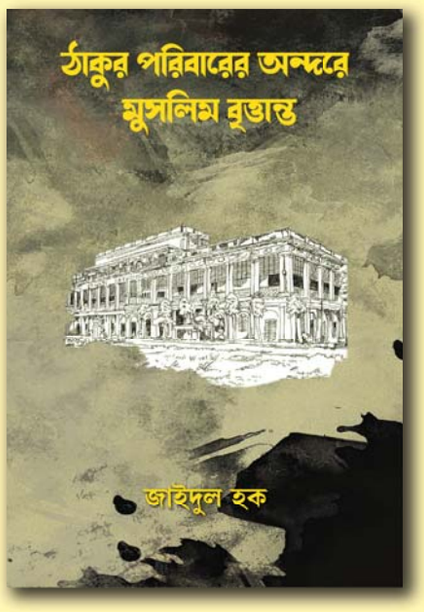

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ ঠাকুর পরিবারকে নিয়ে এখনও গবেষণার অন্ত নেই। সমাজজীবনে ঠাকুর পরিবারের অবস্থান আজও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর– পরিচিতির জগতে তাদের বংশ পরিচয়ের গৌরবগাঁথায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে মুসলিমদের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার মধ্যে সম্প্রীতির ধারাকে সন্নিবিষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থের অবতারণা।

ব্যাঙ্ড ফকিরের জুমলাবাজি

ড. দিলীপ মজুমদার

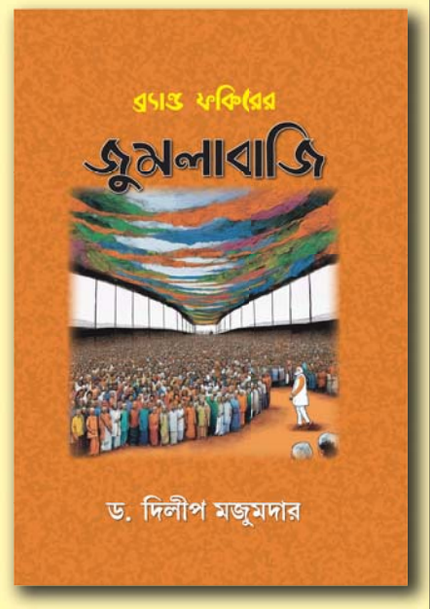

ভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপির অনুপ্রবেশ ও আধিপত্য বিস্তারের একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে। এই দলটির ডিজিটাল প্রচারযন্ত্র, আইটি সেলের গতিবিধি ইত্যাদি অত্যন্ত শক্তিশালী। অন্য বিরোধীদলগুলি সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে। সেই সঙ্গে আছে নিত্য-নতুন জুমলার আকর্ষণ।

আজই সংগ্রহ করুন

কলেজ স্ট্রিটে প্রাপ্তিস্থান

আপনজন পাবলিকেশন
৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬
ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০

বাকচর্চা
৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট
ফোন: ৭৮৯০১৪০৯৭৯ (সালমান হেলাল)

প্রথম নজর

শেরশাবাদিয়া বিকাশ পরিষদ দুর্ঘটনায় মৃত পরিবারের পাশে দাঁড়াল

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘী ব্লকের টুঙ্গীদিঘির দুর্ঘটনায় মৃত ভরৎ সিংহ এর ছেলে প্রদীপ সিংহের বাড়িতে ও আলতাপুর ১ নম্বর পঞ্চায়েতের দক্ষিণ মোহনপুর গ্রাম বাসিন্দা মৃত সিভিল ভলেন্টিয়ার মোহবুল হকের বাড়িতে শেরশাহবাদিয়া বিকাশ পরিষদের পক্ষ থেকে সমবেদনা জানানো হয়। শেরশাহবাদিয়া বিকাশ পরিষদের উত্তর দিনাজপুর জেলার কমিটির সম্পাদক সাত্তার আহমেদ জানান বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে জানতে পারি টুঙ্গীদিঘির দুর্ঘটনায় প্রাণ যায় প্রদীপ সিংহ ও সিভিল ভলেন্টিয়ার মোহবুল হকের আজকে তাদের পরিবারকে সমবেদনা জানায়। ও তাদের পরিবারকে সবরকম সহযোগিতা করার আশ্বাস দিলাম।
উপস্থিত ছিলেন শেরশাহবাদিয়া বিকাশ পরিষদের উত্তর দিনাজপুর জেলার কমিটির সম্পাদক সাত্তার আহমেদ, সংগঠনের করণদিঘী ব্লক সভাপতি মাওলানা গিয়াসউদ্দিন সহ বিভিন্ন শেরশাহবাদিয়া সম্পদায়ের জন প্রতিনিধিগণ।

দ্বীনি জলসায় রক্তদান শিবির

মাফরুজা মোল্লা ● কুলতলি

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলী থানার অন্তর্গত মেরিগঞ্জ ২ অঞ্চলের ডোঙ্গাজোড়া শেখপাড়া গ্রামে।থ্যালাসেমিয়া ও মুমূর্ষু রোগীদের জন্য ইসলামিয়া দ্বীনি জলসা উপলক্ষে বুধবার এক রক্তদান শিবির আয়োজিত হল। রক্তদান শিবিরে নারী ও পুরুষ মিলিয়ে প্রায় ১৫০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। উল্লেখ্য বর্তমানে রক্তের সংকট চলছে। মুমূর্ষু রোগীরা রক্তের অভাবে মরণাপন্ন। সেই সংকট মেটাতে মহান জ্যোর্তিময় ইসলামিয়া দ্বীনি জলসা উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল, কুলতলী থানার আইসি সতীনাথ চট্টরাজ, বিশিষ্ট সমাজসেবী এম হোসাইন আহমেদ গাজী, কুলতলির পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমির কর্মদক্ষ সাহাদাত শেখ, আলাউদ্দিন শেখ প্রমুখ।

সন্দেশখালির মানুষকে শেষ সাহারা দেবেন মমতা: শোভন দেব

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদারের হোটেল বন্দি প্রসঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, বিশৃঙ্খলা হবার সম্ভাবনা থাকলে পুলিশ প্রশাসন তো ব্যবস্থা নেবেই। আমরাও বিরোধী হিসেবে আন্দোলন করতে গিয়ে লাঠি খেয়েছি। মমতা পুলিশকে অনেক বেশি সংযত রেখেছেন। আন্দোলন করতেই পারেন যে কেউ। পুজোর দিনে বাচ্চাদের আনন্দ বিসর্জন করে তারা আন্দোলন করতেই পারেন। মানুষ এর বিচার করবেন, মন্তব্য শোভন দেবের।
আদালতে ১৪৪ ধারা প্রসঙ্গে শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় বলেন,আদালত যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। নির্দিষ্ট জায়গায় করতে বলেছেন। সারা জায়গা জুড়ে ১৪০ করার বিরোধিতা করার প্রয়োজন নেই। আমরা চাই ওখানে শান্তি ফিরে আসুক। যে সব মানুষেরা বঞ্চিত হয়েছেন জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, বলে খবর, তাদের ন্যায্য পাওনা ফিরে পাক তারা।
বহরমপুরে কাঁদানে গ্যাসে মৃত্যু প্রসঙ্গে শোভন দেব বলেন,না কাঁদানে গ্যাসের কারণে মৃত্যু হতে পারে না। আমিও কাঁদানে গ্যাস খেয়েছিলাম ২১ শে জুলাই ।পরে সুস্থ হয়ে গেছি। হয়তো শারীরিক কারণে দুর্বল ছিল, তাই মৃত্যু হয়েছে। এটা একটা কো ইনসিডেন্ট মাত্র।সন্দেশখালিতে বিজেপি ও সিপিএমের আন্দোলন প্রসঙ্গে মন্ত্রী শোভন দেবের মন্তব্য সেদিন চ্যানেলে দেখছিলাম সন্দেশখালির মহিলারা বলছেন জোর করে সিপিএম বিজেপির মিছিলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন দরিদ্র মানুষেরা কোনদিকে যাবে। ওরা সাহারা চাইছে। আমি মনে করি শেষ সাহারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই দেবেন, সাংবাদিকদের কাছে জোরের সঙ্গে দাবি করেন মন্ত্রি শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়।

ভাতারে গভীর রাতে বাস উল্টে মৃত এক

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: ডিভিসির কুড়ি ফুটের একটি ক্যানেল টপকে গিয়ে উল্টে গেল বাস। ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার গভীর রাতে পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের নতুনগ্রামে। মৃত এক, আহত ২৩। ঘটনাস্থলে আসে ভাতার থানার পুলিশ।
কলকাতার ধর্মতলা থেকে একটি বাস বহরমপুরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। বাসে ছিল প্রায় ৪৫ জন যাত্রী। যাদের মধ্যে অধিকাংশ জনের বাড়ি মুর্শিদাবাদ এলাকায়। ০৯:৪৫ নাগাদ হঠাৎই বাসটি ভাতারের নতুনগ্রাম পেট্রোল পাম্প এর কাছে ডিভিসি ক্যানেলকে টপকে গিয়ে উল্টে যায়। আশঙ্কা করা হচ্ছে বাসটি ড্রাইভার ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাসটির গতি ছিল বেশি, সেই কারণেই বাসটি কুড়ি ফুটের ক্যানেল টপকে যায়। ক্যানেলটি টপকে যাওয়ার ফলে বাসটি জলে না পরায় যাত্রীরা বহুজন প্রাণে বেঁচে যান।
ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে নতুন গ্রামের মানুষ এসে উদ্ধার করে বাস যাত্রীদের।
খবর গেলে টহলদারি পুলিশ এসে গুরুতর জখম দের উদ্ধার করে ভাতার হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মঙ্গলকোট থানার পুলিশ, দেওয়ানদিঘী থানার পুলিশ, বর্ধমান সদর থানার পুলিশ।
বর্ধমান মেডিকেল কলেজে মারা যায় এক যুবক নাম শেখ এনামুল বাড়ি মঙ্গলকোটের ন'পাড়া গ্রামে। বাকিদের চিকিৎসা চলছে বর্ধমান মেডিকেল কলেজের।
বাসটিকে দুটি ক্রেন দিয়ে উদ্ধার করে ভাতার থানার পুলিশ।

সহকর্মীদের হেনস্থার প্রতিবাদে আশা কর্মীদের বিক্ষোভ সিউড়িতে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বিভিন্ন দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে কোলকাতায় আন্দোলনরত সহকর্মীদের হেনস্থার প্রতিবাদ জানাতে বীরভূম জেলার আশা কর্মীরা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন বীরভূমের সদর শহর সিউড়িতে। পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের বীরভূম জেলা শাখার পক্ষ থেকে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি আয়োজিত হয় বলে জানা গেছে।উল্লেখ্য গত সোমবার ধর্মতলায় আশা কর্মী, আইসিডিএস এবং পৌর-স্বাস্থ্যকর্মীরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিলেন সে সময় তাদের হেনস্থা ও আটক করা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে বলে অভিযোগ আশা কর্মীদের। সেদিন প্রায় ৩০ জন নেতৃত্বদানকারী আশা কর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিশ বলে অভিযোগ। ন্যায্য দাবি চাওয়ার আন্দোলন করতে গিয়ে সহকর্মীদের হেনস্থা করা হয়েছে। তারই প্রতিবাদ জানাতে বীরভূম জেলা আশা কর্মীরা কর্মবিরতি পালন করেন এবং একটি বিক্ষোভ মিছিল করে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন স্থানে প্রতিকি পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। এদিন দাবি তোলা হয়, কলকাতায় আন্দোলনরত যে সমস্ত কর্মীদেরপুলিশ গ্রেপ্তার করেছে তাদের নিঃশর্তে মুক্তি দিতে হবে এবং আশা কর্মীদের ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে।উক্ত দাবি নিয়ে এই কর্মসূচি বলে জানান বীরভূম জেলা আশা কর্মী ইউনিয়নের সেক্রেটারি আয়েশা খাতুন।

আশা কর্মীদের ভাতা নয়, বেতন দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, পথ অবরোধ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: কলকাতার ধর্মতলায় আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেফতার করা ৪০ জন আশা কর্মীর নিঃশর্ত মুক্তি ও আশা কর্মীদের ভাতা নয় বেতন দেওয়ার দাবীতে বাঁকুড়ার জয়পুরে স্বাস্থ্য কেন্দ্র, থানা, বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখিয়ে পথ অবরোধ করল আশা কর্মীরা ।
আর ভাতা নয়, সরকারী স্বাস্থ্য কর্মীর মর্যাদা দিয়ে বেতন ঘোষণার দাবীতে ধর্মতলায় আন্দোলন করতে গিয়ে গতকাল গ্রেফতার হওয়া ৪০ জন আশাকর্মীর নি:শর্ত মুক্তির দাবীতে ও বেতনের দাবীতে আজ বাঁকুড়ার জয়পুরে আছড়ে পড়ল আশা কর্মীদের বিক্ষোভ। বুধবার জয়পুরে আশা কর্মীরা স্থানীয় বিডিও অফিস, থানা, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিক্ষোভ দেখানোর পর জয়পুরের কৃষক বাজারের সামনে বিষ্ণুপুর কোতুলপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হয়।

আশা কর্মীদের মাসিক সরকারী ভাতা নয়, সরকারী কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের বেতন কাঠামো ঘোষণার দাবীতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছে এ রাজ্যের আশা কর্মীরা। গতকাল সেই দাবীকে সামনে রেখেই কলকাতায় ধর্মতলায় আন্দোলন শুরু করেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা আশা কর্মীরা। আশা কর্মীদের দাবী সেখান থেকে পুলিশ অন্যায় ভাবে আশা কর্মী সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা সহ মোট ৪০ জনকে গ্রেফতার করে। এই ৪০ জনকে নি:শর্ত মুক্তি দেওয়ার দাবীতে আজ সকাল থেকে সোচ্চার হয় পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়ন।
থানা, বিডিও অফিস, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিক্ষোভ দেখানোর পাশপাশি তাঁরা কৃষক বাজার মোড়ের কাছে বিষ্ণুপুর কোতুলপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। বিক্ষোভকারীদের দাবী আশা কর্মীদের দিয়ে স্বাস্থ্য দফতরের যাবতীয় কাজ করানো হয়। অথচ তাঁদের না আছে সরকারী কর্মীর মর্যাদা না আছে বেতনের ব্যবস্থা। সামান্য ভাতার বিনিময়ে দিনের পর দিন তাঁদের কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। অবিলম্বে এই পরিস্থিতির বদল না হলে আগামীদিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলন এমনকি প্রয়োজনে লাগাতার কর্মবিরতির হুশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারী আশা কর্মীরা।

সন্দেশখালিতে আটকে দেওয়া হল আইএসএফের প্রতিনিধি দলকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সন্দেশখালি

আপনজন: ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের একটি প্রতিনিধিদল বুধবার সন্দেশখালি যাওয়ার পথে পুলিশের হাতে আটক হল। উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিত মাইতি, রাজ্য কমিটির সদস্য তাপস ব্যানার্জি, কুতুবুদ্দিন ফাতেহী প্রমুখ । সন্দেশখালিতে উতপ্ত পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখার জন্য ঐ প্রতিনিধি দল সন্দেশখালি যাচ্ছিল। ১৪৪ ধারা জারি করে কার্যত বিচ্ছিন্ন করে রাখা হচ্ছে ঐ অঞ্চলকে। ঐ এলাকার খবর যাতে বাইরে না আসে সেজন্য ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হচ্ছে। এমনকি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদেরও এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এর অর্থ অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই দুর্বার প্রতিবাদী আন্দোলনকে দমন করার ফন্দিফিকির করছে পুলিশ বলে দাবি করেন তারা।
তারা বলেন পশ্চিমবাংলার আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি তলানিতে চলে যাচ্ছে।
গতকালই কৃষকদের বিক্ষোভ ঠেকাতে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে পুলিশ নির্মমভাবে লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। কাঁদানে গ্যাসের শেলের আঘাতে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ।
বোঝা যাচ্ছে, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী বেসামাল, তাঁর নিয়ন্ত্রণ থেকে রাজ্যের সামগ্রিক আইনী ব্যবস্থা বেরিয়ে যাচ্ছে।
সন্দেশখালির ঘটনা তারই ইঙ্গিত। তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনে নির্মম জুলুম ও অত্যাচারের শিকার

সন্দেশখালি সহ আশপাশের অঞ্চলের মানুষেরা। লুঠতন্ত্র, দুর্নীতিতন্ত্র, সিন্ডিকেট রাজ চলেছে অবাধে। এমনকি ঐ অঞ্চলের মহিলাদের শ্লীলতাহানি ঘটিয়ে চলেছিল শাসকদলের নেতারা। অত্যাচারিত, অপমানিত হয়ে শেষপর্যন্ত মানুষ ক্ষোভে-বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। আমরা কুর্নিশ জানাই ঐ এলাকার মা-বোনেদের। তাঁরা একত্রিত হয়ে আজ লাঠি হাতে রাস্তায় নেমেছেন। জমি-ভেড়ি দখলদারদের বিরুদ্ধে, ধর্ষকদের বিরুদ্ধে তারা আজ ঐক্যবদ্ধ।
পাশাপাশি আমরা দেখছি পুলিশ প্রশাসনের সীমাহীন ব্যর্থতা। তারা অপরাধীদের ধরছে না। উল্টে তারা অপরাধীদের হয়ে কাজ করছেন। সেই কারণে ব্যর্থতা ঢাকতে বিরোধীদলগুলির ওপর হামলা করছে, ধরপাকড় করছে। আজ মিথ্যা অভিযোগে ঐ এলাকার প্রাক্তন সিপিআইএম বিধায়ক নিরাপদ সর্দারকে আটক করা হয়েছে।
আমরা দেখেছি ভাঙড়, ক্যানিং সহ রাজ্যের সর্বত্র তৃণমূল কংগ্রেসের মদতপুষ্ট গুন্ডাবাহিনী তোলাবাজি, কাটমানি, কয়লা-বালি-মাটি-নদী ইত্যাদি বিক্রি করে দিচ্ছে। আর পুলিশের একাংশ এই সমস্ত অপরাধে সরাসরি যুক্ত হয়ে পড়ছে।
এই পরিস্থিতি সহ্য করা যাবে না। এর বিরুদ্ধে জনগণের জোট তৈরি করতে হবে। সন্দেশখালি সেই পথ দেখাচ্ছে। আইএসএফ বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের পাশে থেকে সবসময় লড়াই করছে।
বঞ্চিত, অপমানিত মানুষকে প্রলোভিত করে, দান-খয়রাতি করে বেশিদিন আটকে রাখা যায় না। মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবাংলাকে দেনায় ডুবিয়ে দিতে চাইছেন। রাজ্যের প্রতিটি মানুষের মাথাপিছু দেনা ৬০ হাজার টাকারও বেশি। তাই রাজ্যকে সর্বনাশের পথ থেকে বাঁচাতে জনগণের জোট ছাড়া আর বিকল্প পথ নেই বলে জানান।

মেধা অন্বেষণ পরীক্ষায় জেলা স্তরের কৃতীরা পুরস্কৃত বসিরহাটে

এম মেহেদী সানি ● শাসন

আপনজন: আইডিয়াল ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা ২০২৩-এর জেলা স্তরের কৃতীতের সম্মানিত করা হল বুধবার। উত্তর ২৪ পরগনার বারোটি সেন্টারে প্রায় ১২০০ পরীক্ষার্থী এই ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা দিয়েছিল। এই পরীক্ষা কেন্দ্রে যারা পরীক্ষা কেন্দ্রস্তরে ক এবং জেলা স্তরে স্থান করেছে তাদের নিয়ে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বসিরহাটের বন্ধন হলে । প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের হাতে মেমেন্ট ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়।
মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা সম্পর্কে শিশু ভবনের এর কর্নধার বলেন, এেটি এমন একটি মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা যা পরিপূর্ন স্বচ্ছতা বজায় রেখে যথা সময়ে তার সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে থাকে যেমন ফর্ম পূরণ, পরীক্ষা গ্রহণ, ফল প্রকাশ, পুরস্কার প্রদান সহ যাবতীয় কাজের বিষয়ে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন এই পরীক্ষার সিলেবাস ছাত্র ছাত্রীদের জন্য একেবারে উপযোগী কারণ এর প্রশ্ন করা হয় সমগ্র সিলেবাস থেকে ফলে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না। আরো অনেক মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা হচ্ছে তাতে তাদের নির্দিষ্ট বই পড়তে হয় পরীক্ষার্থীদের ফলে সেই বইয়ের পড়া করতে গিয়ে ক্লাসের স্বাভাবিক পঠন পাঠন ব্যাহত হয়।

আইডিয়াল ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, এইটা তিনি খুব পছন্দ করেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে নৈতিকতার বিকাশে ধর্মীয় বিষয়ের যে দিকগুলি সাহায্য করে থাকে তা সিলেবাস থেকে অনেক আগেই বাদ পড়ে গেছে ফলে নৈতিকতা বিকাশের তেমন কোনো মাধ্যম পড়ানোর সুযোগ নেই। অনুষ্ঠানে রাজ্য সম্পাদকের বক্তব্য রাখতে গিয়ে শেখ মোস্তফা জামান বলেন, আজকের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের কেবল টাকার মেশিন তৈরি করার পাঠ্যক্রম পড়ানো হচ্ছে, তাই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে এই পাঠ্যক্রমের মধ্যদিয়েই নৈতিকতা বিকাশের সুযোগ খুঁজে তা সদ্ব্যবহার করার। ভেবিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা কল্যাণী মুখার্জি অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন কেবল সন্তানদের ভালো প্রতিষ্ঠানা ভর্তি করে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকবেন না। বরং প্রতিনিয়ত তার খোঁজ নেবেন কি পড়ছে, কেমন পড়ছে, কার সাথে বন্ধুত্ব করছে, কাদের সাথে ঘোরাফেরা করছে। এসবের খোঁজ না রাখলে হয়ত বিরাট বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে যখন করার কিছু থাকবেনা। এছাড়া ও মোবাইল এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে রাখার কথা তিনি বলেন। ITS এর রাজ্য কনভেনর ড. আমিনুল ইসলাম বলেন মেধা সকলের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে সমান ভাবে যারা সেই মেধাকে পরিচর্যা করে তারাই সফলতা অর্জন করতে পারে। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাছা আখারপুর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাহিন আহমদ, জেলা সভাপতি আয়ুব হোসেন, প্রাক্তন জেলা সভাপতি গোলাম হোসেন ও আনোয়ার হোসেন, শিক্ষক সাজ্জাদ হোসেন প্রমূখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দর ভাবে পরিচালনা করেন ইফতিকার হাবিব।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসলামী জলসা ও দস্তার বন্দি মুন্সীর হাটে

নুরুল ইসলাম খান ● হাওড়া

আপনজন: মঙ্গলবার হাওড়া মুন্সিরহাটে মাদ্রাসা আববাসিয়া হিফজুল কুরআন প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক ইসলামী জলশা ও দস্তার বন্দী পালিত হয়। এবারে ৪ জনকে পাগড়ি প্রদান করা হয়। ফুরফুরা শরীফের পীর ক্বারী ইসমাইল সিদ্দিকী ও মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা পীরজাদা মাওলানা আউলিয়া আব্বাসী সহ বিশিষ্টরা এদিন উপস্থিত ছিলেন।

বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে রোগীর বাড়ির লোককে মারধর

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: রোগী ভর্তি করতে গিয়ে, সিকিউরিটি অফিসারদের বিরুদ্ধে রোগীর বাড়ির লোকজনকে মারধর করার অভিযোগ বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে। ঘটনার ছবি ধরা পড়ে সিসিটিভি ক্যামেরায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে।
বুধবার বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে টোটো নিয়ে রোগী ভর্তি করতে যান বেশ কয়েকজন মানুষ।। অভিযোগ ইমারজেন্সি সামনে ঢুকতেই সিকিউরিটি অফিসাররা তাদের সাথে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে। কথা বলতে গেলে মারধর করা হয় পেশেন্টের পরিবারের লোকজনদের। মারধর করা হয় টোটোর চালক কেও । পেশেন্টের পরিবারে লোকজনদের অভিযোগ যে সিকিউরিটি কর্মী মারধর করেছে তিনি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন।। ঘটনার পরেই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় হাসপাতাল চত্বরে। দুপক্ষের মধ্যে ব্যাপক হাতাহাতি হয়।
বেশ কিছুক্ষণ ধরে হাসপাতাল চত্বরে এই উত্তেজনার ছবি ধরা পড়েছে হাসপাতালে সিসিটিভি ক্যামেরায়। যেখানে দেখা যাচ্ছে, নিরাপত্তা কর্মী পেশেন্ট পার্টির লোকজনকে মারধর করছে। ঘটনার পরে , ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বোলপুর থানা পুলিশ। পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনে। তবে শুধু ওই রোগী বা রোগীর পরিবারের লোকজন দেরই নয় , হাসপাতালে থাকা অন্যান্য রোগীর পরিবারে লোকেরাও সিকিউরিটি কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন দুর্ব্যবহার করার।

উলুবেড়িয়ায় শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠান

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন:বুধবার বাউরিয়া থানার চককাশিতে পুলওয়ামা কাণ্ডে শহিদ সেনা জওয়ান বাবলু সাঁতরার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শহীদ দিবসে তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামাতে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের গুলিতে নিহত হন বাবলু সাঁতরা। এদিন উলুবেড়িয়া পৌরসভার ১১নং ওয়ার্ডের চককাশিতে শহীদ দিবস অনুষ্ঠানে তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পূর্ত,জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়, স্থানীয় বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু, উলুবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস,ভাইস-চেয়ারম্যান শেখ ইনামুর রহমান, পৌরসভার সিআইসি সদস্য শেখ আকবর,অসিরঞ্জন অধিকারী ও তাঁর পরিবারের লোকজন। তাঁর মা বনমালা সাঁতরা জানিয়েছেনগ্রামের মানুষ তাঁকে মনে রেখেছে ভেবে এটাই তাঁর ভালো লাগছে। মন্ত্রী পুলক রায় বলেন, উলুবেড়িয়া পুরসভার পক্ষ থেকে শহিদ সেনা জওয়ান বাবলু সাঁতরার পূর্ণাঙ্গ মূর্তি এবং রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে।

নার্সিংহোম সমিতির কম্বল বিতরণ

শেখ আব্দুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন: রবিবার হরিপাল থানার অন্তর্গত ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে প্রগ্রেসিভ নার্সিংহোম এন্ড হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশনের হুগলি জেলা কমিটির উদ্যোগে দুস্থ গরীবদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হল। কম্বল বিতরণের পাশাপাশি এই দিন সঞ্জীবনী হেলথ কেয়ার নার্সিংহোমের উদ্যোগে ডক্টর এছাড়া অন্যান্য বিশিষ্ট গুণীজনদের ব্যাচ উত্তরীয় পুষ্পস্তবক ও মোমেন্ট দিয়ে সম্মান প্রদান করা হয় সঞ্জীবনী হেলথ কেয়ার নার্সিংহোমের তরফ থেকে।
সঞ্জীবনী হেলথ কেয়ার নার্সিংহোমের অন্যতম কর্ণধার শেখ মর্তুজা উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, তাদের এই অনুষ্ঠান করার উদ্দেশ্য গ্রামের মানুষদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা। আর এক কর্ণধার কাজী হেদায়েতুল্লাহ জানালেন, শুধু সঞ্জীবনই নয়, অন্যান্য এলাকার নার্সিংহোমের ডক্টর এবং কর্ণধারদের নিয়ে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করার উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা ঠিকমতো পাইয়ে দেওয়া।

প্রথম নজর

আবু ধাবিতে মন্দির উদ্বোধন করলেন নরেন্দ্র মোদি

আপনজন ডেস্ক: ইউএই সরকারের অর্থায়নে আবু ধাবিতে ২৭ একর জায়গার উপর নির্মিত একটি মন্দির উদ্বোধন করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মন্দিরটির নাম বিএপিএস হিন্দু মন্দির। রাজস্থান থেকে নেওয়া গোলাপী বেলেপাথর ও সাদা রঙের ইতালিয়ান মার্বেল দিয়ে মন্দিরটি তৈরি। এক প্রতিবেদনে এমনটি জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে দুই দিনের সফরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) যাওয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেখানে একটি মন্দির উদ্বোধন করেন। ২০১৮ সালে মোদী যখন ইউএই সফরে গিয়েছিলেন সে সময় ভারত আবু ধাবিতে ওই মন্দিরটির নির্মাণ কাজ শুরু করার ঘোষণা দেয়।

বিশ্লেষকরা বলছেন, দুই মাসের মধ্যে ভারতে হতে যাওয়া সাধারণ নির্বাচনের আগে মোদির এই মন্দিরের উদ্বোধন বিজেপি সরকারের হিন্দু জাতীয়তাবাদী অ্যাজেন্ডা বৃদ্ধি করবে।

ভারত এবং ইউএই ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং দুই দেশের মধ্যে ৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তি রয়েছে। আর ইউএই সবচেয়ে বেশি পণ্য আমদানি করে ভারত থেকে। প্রায় এক লাখ ভারতীয় হিন্দু আবু ধাবিতে বসবাস করে।

আবু ধাবির মন্দিরটি বিএপিএস স্বামীনারায়ণ সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়। সংস্থাটি নিজেকে 'আধ্যাত্মিক, স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা পরিচালিত সংঘ' বলে দাবি করে। এটির লক্ষ্য হল 'বিশ্বাস, সেবা এবং বৈশ্বিক সম্প্রীতির হিন্দু মূল্যবোধকে লালন করা।' সংস্থাটির সদর দপ্তর নরেন্দ্র মোদির নিজ রাজ্য গুজরাটে।

বিশ্ব নেতাদের ফোরাম ওয়ার্ল্ড গভার্নমেন্টস সামিটে অংশ নিতে নরেন্দ্র মোদি বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবস্থান করছেন। সফরের প্রথম দিন মঙ্গলবারে (১৩ ফেব্রুয়ারি) তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রপতির সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন।

পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন আসিফ আলি জারদারি

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) কো-চেয়ারম্যান আসিফ আলি জারদারি। এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো দেশটির প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন তিনি। এর আগে, ২০০৮ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন আসিফ আলি জারদারি।

বুধবার এ তথ্য জানা গেছে। পাকিস্তান মুসলিম লীগ-নওয়াজ (পিএমএলএন) এবং পিপিপি ইতোমধ্যে জোট সরকার গঠনে ঐকমত্যে পৌঁছেছে। সেই ঐকমত্যের অংশ হিসেবেই পিপিপির চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারির পিতা আসিফ আলি জারদারিকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

নতুন এই জোট সরকারের পিপিপি-পিএমএলএন ছাড়াও রয়েছে আরো ৪টি রাজনৈতিক দল। এগুলো হলো- মুত্তাহিদা কওমি মুভমেন্ট পার্টি (এমকিউএমপি), পাকিস্তান মুসলিম লীগ-কায়েদে আজম (পিএমএলকিউ), ইস্তেকাম-ই পাকিস্তান পার্টি (আইপিপি) এবং বেলুচিস্তান আওয়ামী পার্টি (বিএপি)।

বুধবার পিএমএলকিউ'র চেয়ারম্যান চৌধুরী সুজাত হাসানের বাসভবনে ৬ রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতারা বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে তারা জানান, ৬টি রাজনৈতিক দল জোট সরকার গঠনে ঐকমত্যে পৌঁছেছে এবং পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন আসিফ আলি জারাদারি।

গত ৮ ফেব্রুয়ারি ১৬তম পার্লামেন্ট নির্বাচন হয়েছে পাকিস্তানে। কিন্তু পাকিস্তানের পার্লামেন্ট ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির মোট আসনসংখ্যা ২৬৬টি। এসব আসনের মধ্যে ২৬৫টি আসনে নির্বাচন হয়েছে। কোনো দল বা জোট যদি সরকার গঠন করতে চায়, তাহলে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অন্তত ১৩৩টি আসনে সেই দল বা জোটকে জয়ী হতে হবে। কিন্তু ৮ তারিখের ভোটের ফল প্রকাশের পর দেখা যায়, কোনো দলই সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি।

বর্ণাঢ্য উৎসবে হিজাব পরলেন তিন হাজার তরুণী

আপনজন ডেস্ক: ইরাকের কুর্দিস্তানে বর্ণাঢ্য হিজাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শনিবার রাজধানী শহর ইরবিলে 'গোল্ডেন ক্রাউন ফেস্টিভাল' নামের উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে তিন হাজারের বেশি মুসলিম তরুণী হিজাব পরেন। এ সময় উৎসবমুখর পরিবেশে তাঁদের মাথায় সোনালি মুকুট পরানো হয়। জানা যায়, প্রতিবছর তরুণীদের হিজাব পরা উপলক্ষে বর্ণাঢ্য এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। টানা দশমবারের মতো গোল্ডেন ক্রাউন ফেস্টিভাল নামের এই উৎসবের আয়োজন করে কুর্দিস্তান স্টুডেন্টস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (কেএসডিও)। অনুষ্ঠানের আয়োজক কেএসডিও এক বিবৃতিতে জানায়, গোল্ডেন ক্রাউন ফেস্টিভাল প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম নারীর হিজাব যে তার জন্য মুকুটের সমতূল্য এ বিশ্বাস থেকেই বিশাল এই আয়োজন করা হয়। উৎসবমুখর পরিবেশে তরুণীরা এ আয়োজনে অংশ নেন। এখানে হিজাব পরতে শুরু করেন কুর্দিস্তানসহ ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম তরুণীরা। হিজাবি তরুণীদের স্বাগত জানানো এবং সবার মধ্যে হিজাবের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো এ আয়োজনের মূল লক্ষ্য। হিজাব আরবি শব্দ। এর অর্থ আবরণ। যে অতিরিক্ত বড় কাপড় দিয়ে দেহ আচ্ছাদিত করা হয়। মুসলিম নারীদের জন্য শরিয়তসম্মত উপায়ে হিজাব পরা আবশ্যক। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে দেন। এতে তাদের চেনা সহজ হবে। ফলে তাদের উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সুরা : আহজাব, আয়াত : ৫৯) অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, 'আর মুমিন নারীদের বলে দিন যেন তারা তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে...আর যা সাধারণত প্রকাশ পায়, তা ছাড়া তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না।' (সুরা : নুর, আয়াত : ৩১)

রাফাহতে আক্রমণ থামাতে আন্তর্জাতিক আদালতে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের রাফাহ শহরে ইসরায়েলের আক্রমণ থামাতে আন্তর্জাতিক আদালতে আবেদন জানিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। দেশটি জানিয়েছে, তারা ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস (আইসিজে)-কে বলেছে, ইসরায়েল এবার রাফাহতে সামরিক কার্যকলাপ চালানোর কথা জানিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক আদালত তার ক্ষমতা ব্যবহার করে ইসরায়েলকে থামাক এবং গাজায় ফিলিস্তিনিদের অধিকার রক্ষা করুক। সাউথ আফ্রিকা আরও জানিয়েছে, ইসরায়েল যে রাফাহতে সামরিক অভিযানের কথা বলেছে, তাতে প্রচুর মানুষ মারা যাবেন এবং ধ্বংসলীলা চলবে।

তাদের মতে, এটা ২০২৪ সালের ২৬ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক আদালতের রায় ও জেনোসাইড কনভেনশনের বিরোধী।

এর আগে গত মাসে আইসিজে রায় দিয়েছিল, ফিলিস্তিনের গাজাতে গণহত্যা বন্ধ করতে ইসরায়েল যেন সব ধরনের ব্যবস্থা নেয়। তখন সাউথ আফ্রিকাই আইসিজে-তে আবেদন জানিয়েছিল।

এদিকে জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক মঙ্গলবার ইসরায়েলের রাফাহতে আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিয়াদ আল-মালকিকে পাশে নিয়ে বার্লিনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, আমি এই ঘোষণায় রীতিমতো চিন্তিত। যদিও এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে, রাফাহতে হামাসের বিশাল উপস্থিতি আছে এবং ইসরায়েলেরও নিজেকে রক্ষা করার অধিকার আছে।

বেয়ারবক বলেছেন, রাফাহ থেকে সাধারণ মানুষ যাতে নিরাপদে অন্যত্র চলে যেতে পারে, ইসরায়েলকে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। বুধবারই বেয়ারবক দুইদিনের সফরে ইসরায়েল যাচ্ছেন।

গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা করতে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল, কাতার ও মিসরের গোয়েন্দা প্রধানরা কায়রোতে আলোচনা করেছেন। মঙ্গলবার তারা এই আলোচনা করেন।

একাধিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, সিআইএ প্রধান উইলিয়াম বার্নস ও মোসাদ প্রধান ডেভিড বার্নিয়া সেখানে ছিলেন। কাতারের প্রধানমন্ত্রী আল-থানিও কায়রো গেছেন।

মিসরের এক কর্মকর্তা বার্তাসংস্থা এপি-কে বলেছেন, যুদ্ধবিরতির চূড়ান্ত খসড়া নিয়ে আলোচনা হবে। ছয় সপ্তাহের জন্য যুদ্ধবিরতির চেষ্টা চলছে। সেখানে বলা থাকবে, স্থায়ী যুদ্ধবিরতির জন্য সব পক্ষ আলোচনা চালিয়ে যাবে।

সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে, রাফাহতে বিমান হামলায় তাদের দুই সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা রাফাহতে আশ্রয় নেয়া ফিলিস্তিনিদের ওপর একটা ভিডিও করছিলেন। সেসময় ড্রোন থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়।

ইন্দোনেশিয়ার নির্বাচনি দৌড়ে এগিয়ে প্রাবোও

আপনজন ডেস্ক: ইন্দোনেশিয়ায় নির্বাচনের ভোট গণনা চলছে। অনানুষ্ঠানিক গণনায় প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ে এখন পর্যন্ত এগিয়ে আছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রাবোও সুবিয়ান্তো। বুধবার সংবাদমাধ্যম রয়টার্স এই তথ্য জানিয়েছে।

দেশটির মোট ২৩.৩ শতাংশ ব্যালট গণনার ভিত্তিতে দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রাবোও সুবিয়ান্তো ৫৯.৮ শতাংশ ভোটে প্রাথমিকভাবে এগিয়ে রয়েছেন। স্বাধীন পোলস্টার ইন্ডিকেটর পলিটিকস এর মতে, প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ও জাকার্তার সাবেক গভর্নর অ্যানিস বাসওয়েদান ২৩.৫ শতাংশ ভোটে দ্বিতীয় এবং সেন্ট্রাল জাভার সাবেক গভর্নর গঞ্জার প্রাবোও ১৬.৭ শতাংশ ভোটে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছেন।

স্বনামধন্য পোলস্টারদের গণনা আগের নির্বাচনগুলোতেও সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে ভোট গ্রহণের কয়েক সপ্তাহ পরই আনুষ্ঠানিক ফলাফল পাওয়া যাবে।

বিশ্বের বৃহত্তম এক দিনের নির্বাচনে ইন্দোনেশিয়ার ১৭ হাজার দ্বীপপুঞ্জ জুড়ে ২০ হাজার ৬০০টি পদে প্রায় ২ লাখ ৫৯ হাজার প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। তবে এবারের নির্বাচনে কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদোকে প্রতিস্থাপন করবেন কে সে বিষয়টি।

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম গণতন্ত্রের নেতৃত্বের দৌড়ে শুরুটা প্রাবোয়োর জন্য ভালোই যাচ্ছে। তবে এর আগে দেশটিতে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় উইদোদোর কাছে দুবার পরাজিত হওয়ার রেকর্ড রয়েছে তার। এ নিয়ে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য তৃতীয়বারের মতো লড়ছেন প্রাবোয়ো এবং এটি হতে যাচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার নির্বাচনে তার শেষ লড়াই।

সরাসরি জয় পেতে প্রার্থীকে প্রদত্ত ভোটের ৫০ শতাংশের বেশি এবং ৩৮টি প্রদেশের মধ্যে অন্তত অর্ধেকে ২০ শতাংশ ভোট পেতে হবে। কোনো প্রার্থী একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে আগামী জুনে শীর্ষ দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে রানঅফ ভোট অনুষ্ঠিত হবে।

ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের মহড়া চালিয়েছে ইরান

আপনজন ডেস্ক: ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে ইসরায়েলের এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানের হ্যাঙ্গার ধ্বংস করে দেওয়ার মহড়া চালিয়েছে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসি।

'ন্যাশনাল গার্ডস ডে' উপলক্ষে এই মহড়া চালায় আইআরজিসি।

মহড়ার ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, ইসরাইলের কল্পিত 'পালমাচিম' বিমান ঘাঁটিতে রক্ষিত এফ-৩৫ বিমানের হ্যাঙ্গার লক্ষ্য করে এমাদ ও কাদের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের উন্নত সংস্করণ নিক্ষেপ করা হচ্ছে। ক্ষেপণাস্ত্রগুলোর ধ্বংস ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি এগুলোর পাল্লা ও নিখুঁতভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে।

ইরানের বার্ত সাংস্থা তাসনিম জানিয়েছে, তরল জ্বালানি চালিত এমাদ ক্ষেপণাস্ত্র এক হাজার ৭০০ কিলেমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার সময় লক্ষ্যবস্তু থেকে সর্বোচ্চ চার মিটার দূরত্বে আঘাত হানছে।

ইসরায়েলের রাজধানী তেল আবিব থেকে ১২ কিলোমিটার দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর উপকূলে অবস্থিত 'পালমাচিম' বিমান ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়া সর্বাধুনিক এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানগুলো মোতায়েন করে রেখেছে দখলদার সরকার। এই ঘাঁটিতে বসেই গতমাসে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক হামলার হুমকি দিয়েছিলেন।

এদিকে ইরান সব সময় বলে এসেছে, দেশটি কারো বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালাবে না। তবে আগ্রাসনের শিকার হলে ইরান সর্বশক্তি নিয়ে আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। চলতি মাসের শুরুর দিকে আইআরসিজির একজন সিনিয়র কমান্ডার তেল আবিবকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, বিশ্বের যেকোনো স্থানে ইরানের স্বার্থে আঘাত আসলে তার দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রাফায় অভিযান বন্ধে চিনের আহ্বান

আপনজন ডেস্ক: গাজার রাফাহ শহরে যত দ্রুত সম্ভব, সামরিক অভিযান বন্ধ করতে ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে চীন। অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ না হলে রাফায় গুরুতর মানবিক বিপর্যয়ের সতর্কবার্তাও দিয়েছে দেশটি।

এদিকে ফিলিস্তিনের হামাসের হামলায় এক ইসরায়েলি ব্যাটালিয়ন কমান্ডার নিহত হয়েছে।

মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র জানান, রাফার বেসামরিক নাগরিকদের ক্ষতি করে ও আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে এমন কর্মের বিরোধিতা ও তীব্র নিন্দা চানিয়েছে বেইজিং। এছাড়া রাফায় আরো অভিযান বন্ধেও ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানায় চীন। হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে রাজি হতে ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক চাপের মুখে রয়েছে ইসরায়েল।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজায় অভিযান চালানোর পর থেকে, ১০ লাখের বেশি উদ্বাস্তু আশ্রয় নিয়েছে সীমান্তবর্তী রাফাহ শহরে। এর মধ্যেই রাফায় অভিযান চালানোর ঘোষণা দেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।

গত সপ্তাহে যুদ্ধবিরতির জন্য হামাসের শর্ত প্রত্যাখ্যান করার পর, সোমবার ইসরায়েলি বাহিনী রাফায় অভিযান চালিয়ে দুই জিম্মিকে মুক্ত করে। এতে শতাধিক বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়। অভিযানকে নিখুঁত বলে প্রশংসা করেছেন নেতানিয়াহু। আর একে গণহত্যা বলেছে ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। হামলার বিরোধিতা করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নেতানিয়াহুর সঙ্গে কথা বলার কয়েক ঘণ্টা পরই এই বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল।

বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার পরিকল্পনা ছাড়াই রাফায় স্থল আক্রমণ চালানোর বিরুদ্ধে ইসরায়েলকে সতর্ক করেছিল জাতিসংঘও।

এদিকে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের হামলায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর এক ব্যাটালিয়ন কমান্ডার নিহত হয়েছেন। তার সঙ্গে একই দিন প্রাণ গেছে আরো দুই সেনার। মঙ্গলবার এ তথ্য জানায় দখলদার ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)। হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে ১৩০ দিন ধরে যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ থামানোর জন্য মধ্যস্থতাকারী দেশগুলো আবারও নতুন করে আলোচনা শুরু করেছে। এছাড়া ইসরায়েলি সেনাদের গাজার সর্বশেষ নিরাপদ স্থান রাফাহতে ঢুকে পড়ার একটি শঙ্কা তৈরি হয়েছে। এর মধ্যেই প্রাণ হারালেন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৬মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩৮ মি.

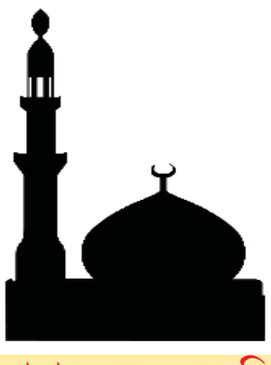

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৬	৬.০৮
যোহর	১১.৫৬	
আসর	৩.৫৬	
মাগরিব	৫.৩৮	
এশা	৬.৪৯	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

চিলিতে ৬ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্প

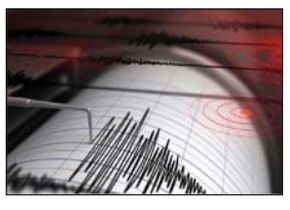

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আমেরিকার দেশ চিলির মধ্যাঞ্চলে ৬ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে।ইউরোপীয় ভূমধ্যসাগরীয় সিসমোলজিক্যাল সেন্টার (ইএমএসসি) জানিয়েছে, বুধবার দেশটির স্থানীয় সময় রাত ১টা ৩১ মিনিটে কম্পনটি আঘাত হানে। । তবে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। জানা গেছে, দেশটির লা সেরেনার উত্তর-উত্তর-পশ্চিমে ১২৩ কিলোমিটার (৭৬ মাইল) দূরে এই কম্পনের উৎপত্তি হয়। যার গভীরতা ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩০ কিলোমিটার নিচে।

মার্কিন সিনেটে পাস হল ইসরায়েল-ইউক্রেনের সহায়তা বিল

আপনজন ডেস্ক: অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংসদের উচ্চকক্ষ সিনেটে পাস হল ইউক্রেন, তাইওয়ান ও দখলদার ইসরায়েলের জন্য প্রস্তাবিত ৯৫ বিলিয়ন ডলারের বিল। গত কয়েক মাস ধরে এ বিলটি নিয়ে অনিশ্চয়তা চলছিল। ডেমোক্র্যাটিক সিনেটররা এই বিলে সম্মত জানালেও; এর আগে রিপাবলিকান সিনেটরদের একটি অংশ তাতে ভেটো দিয়েছিল। এই ৯৫ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে ইউক্রেনকে ৬০ বিলিয়ন ডলার, ফিলিস্তিনের গাজাবাসীর বিরুদ্ধে বর্বর যুদ্ধ চালানোর জন্য ইসরায়েলকে ১৪ বিলিয়ন ডলার এবং গাজাসহ অন্যান্য যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে মানবিক সহায়তার জন্য ১০ বিলিয়ন ডলার সহায়তা দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। বিলটি এখন যাবে সংসদের নিম্নকক্ষ কংগ্রেসে। তবে সেখানে গিয়ে এটি পাস হবে কি না; তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। সিনেটে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সকালে ৭০-২৯ ভোটে বিলটি পাস হয়। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, সিনেটে বিলটি পাস হওয়ায় তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কৃতজ্ঞ। এ ব্যাপারে মাইক্রো ব্লগিং সাইট এক্সে (সাবেক টুইটার) জেলেনস্কি লিখেছেন, ইউক্রেনে আমাদের জন্য, যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত সহায়তা রাশিয়ার সন্ত্রাসবাদ থেকে আমাদের অর্ধেক জীবন রক্ষা করবে। এটির অর্থ আমাদের শহরে জীবনের অস্তিত্ব থাকবে এবং যুদ্ধে জয় পাবে।

সিরিয়ার মার্কিন ঘাঁটিতে তৃতীয়বারে মতো ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় দেইর আজ-জোর প্রদেশে অবস্থিত একটি মার্কিন সেনা ঘাঁটিতে নতুন করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে। রাশিয়ার বার্তা সংস্থা স্পুৎনিকসহ কয়েকটি সংবাদ সূত্র জানিয়েছে, গতরাতে প্রদেশের আল-ওমর তেলক্ষেত্রে অবস্থিত ওই মার্কিন ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়। সিরিয়া সরকারের বিনা অনুমতিতে নির্মিত ওই ঘাঁটিতে মোট পাঁচটি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানে বলে এসব খবরে উল্লেখ করা হয়। গত তিন দিনে এই নিয়ে তৃতীয়বারের মতো চালানো এ হামলায় সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের বিবরণ জানা যায়নি। এখন পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী গত তিন দিনের হামলার দায়িত্ব স্বীকার করেনি। তবে গত অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে গাজা উপত্যকায় ইসরাইলি গণহত্যা শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ইরাকের প্রতিরোধ আন্দোলনগুলো ইরাক ও সিরিয়ায় অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে কয়েক ডজন হামলা চালিয়েছে। যেসব ঘাঁটি এসব হামলার শিকার হয়েছে সেসবের মধ্যে রয়েছে আইন আল-আসাদ, খারাব আল-জির এবং কোনিকো। ইরাকসহ মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামি প্রতিরোধ ফ্রন্টগুলো এ অঞ্চলে মার্কিন সেনা উপস্থিতির ঘোর বিরোধী। তাদের মতে, এসব বিদেশি সেনা মধ্যপ্রাচ্যের সকল অস্থিতিশীলতার উৎস। এসব ফ্রন্ট গাজা উপত্যকায় ইসরাইলের চলমান গণহত্যার প্রতি মার্কিন সমর্থনেও প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছে।

আবারো একাধিক ক্রুজ মিসাইল নিক্ষেপ উত্তর কোরিয়ার

আপনজন ডেস্ক: আবারো একাধিক ক্রুজ মিসাইলের পরীক্ষা চালাল উত্তর কোরিয়া। স্থানীয় সময় বুধবার সকাল ৯টার দিকে দেশটির পূর্ব উপকূলে এসব মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে । দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী বলছে, চলতি বছরে এ নিয়ে পঞ্চম দফায় এ ধরনের মিসাইলের পরীক্ষা চালাল উত্তর কোরিয়া। দক্ষিণ কোরিয়ার জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ (জেসিএস) বিবৃতিতে বলেছেন, আমাদের সেনারা আজ বুধবার সকাল ৯টার দিকে পূর্বাঞ্চলের উপকূলীয় ওনসান শহর থেকে ছোড়া বেশ কিছু ক্রুজ মিসাইল শনাক্ত করেছে। আমাদের সামরিক বাহিনী ও মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এসবের বিস্তরিত জানার চেষ্টা করছে। বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন, আমাদের সামরিক বাহিনী নজরদারি ও সতর্কতা বাড়িয়েছে এবং আমাদের মার্কিন অংশীদারদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। উত্তর কোরিয়ার কার্যকলাপ নিবিড়ভাবে পর্যক্ষেণ করা হচ্ছে। এ সপ্তাহের শুরুতে দক্ষিণ কোরিয়া জানিয়েছিল, তারা মাল্টিপল রকেট লঞ্চারের জন্য একটি নতুন কন্ট্রোল সিস্টেম পরীক্ষা করে দেখছেন, যা যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের শক্তি আরো বৃদ্ধি করবে। দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বিশেষজ্ঞরা সন্দেহ করছেন, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য রাশিয়াকে সরবরাহ করার আগে অস্ত্রগুলো পরীক্ষা করছে পিয়ংইয়ং।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা, ২ ফাল্গুন ১৪৩০, ৪ শাবান, ১৪৪৫ হিজরি

নূতন বিশ্বের নূতন ব্যবস্থা

বাংলার বিখ্যাত সংগীত শিল্পী মান্না দের গান শোনেন নাই, এমন সংবেদনশীল বাঙালির দেখা পাওয়া দুষ্কর। তিনি এক গানে গাহিয়াছেন পরম মমতায়–'তুমি কি সেই আগের মতোই আছো/ নাকি অনেকখানি বদলে গেছ/ খুব জানতে ইচ্ছে করে, খুব জানতে ইচ্ছে করে।' পৃথিবীর কাছেও আজ আমাদের জানিতে ইচ্ছা করে, এই পৃথিবী কি আর পূর্বের মতো আছে, নাকি অনেকখানি বদলাইয়া গিয়াছে? দেশে দেশে রাজনীতির স্বরূপ ও গতিধারা যেইভাবে দ্রুত বদলাইয়া যাইতেছে, তাহাতে বিস্ময়ের সীমা নাই। সত্যিই গত কয়েক দশকের পৃথিবীকে আজ চেনাই যায় না! জ্ঞানবিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষ্টিকালচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে পৃথিবীতে দ্রুত পরিবর্তনের হাওয়া লাগিয়াছে। সোশ্যাল মিডিয়ার পর এখন এআই তথা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নূতন পরিবর্তনের দোলা দিতেছে। দেশে দেশে রাজনীতিতেও কি তাহার পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগিতেছে না? দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশে যেইভাবে এআই প্রযুক্তি নির্বাচনে প্রভাব ফেলিল, কারাবন্দি থাকিবার পরও নেতার ভাষণ শুনিয়া মানুষ উজ্জীবিত হইল, তাহাতে আমরা নূতন পৃথিবীর নূতন রূপ ও গন্ধের সন্ধান পাই। ইহার পূর্বে পরাশক্তিধর একটি দেশের নির্বাচনি ব্যবস্থা হ্যাকিংয়ের শিকার হইয়াছিল বলিয়া দাবি করা হয়। বিশ্ব পরিবর্তনটা এত দ্রুততর হইতেছে যে তাহার সহিত তাল মিলাইয়া চলা কঠিন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও আমরা একের পর এক বিস্ময়কর সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছি। ভূরাজনীতির সাজানো মাঠ আজ এফোঁড়-ওফোঁড় হইয়া যাইতেছে। বিশেষ করিয়া উন্নয়নশীল বিশ্বে এখন যাহা ঘটিতেছে তাহা এক কথায় সম্পূর্ণ পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট। অবশ্য এই পৃথিবীতে পরিবর্তনের ধাক্কা কেবল আমরাই প্রথম টের পাইতেছি, তাহা নহে। অতীতেও বিভিন্ন সময়ে বড় ধরনের পরিবর্তনে কাঁপিয়া উঠিয়াছে বিশ্ব। বিশেষ করিয়া পঞ্চাশের দশকে সিয়াটো-সেন্টো লইয়া কম হুলস্থুল কাণ্ড ঘটে নাই। তাহার প্রভাবে ছোট্ট ছোট্ট দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি চুরমার হইয়াছিল। তখন বিশ্বে ছিল দুই পরাশক্তির খেলা। পুঁজিবাদি ও সমাজতন্ত্রী–এই দুই ব্লকে বিশ্ব বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যাহারা ইহার বাহিরে গিয়া জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকের ভাগ্যে ঘটে করুণ ও শোচনীয় পরিণতি; কিন্তু এখন বিশ্বপরিবর্তনের প্রকৃতি ভিন্ন। মালটিপোলার বা বহুমেরুকরণের যুগে কে যে কোথা হইতে কলকাঠি নাড়িতেছেন, তাহা নির্ণয় করাই কঠিন। ইহার প্রভাবে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে একের পর এক অস্থিতিশীলতা তৈরি হইতেছে। খুব অধিক দূরে যাইবার দরকার নাই। সাম্প্রতিক দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে যাহা ঘটিয়াছে তাহাও এক অবাক-বিস্ময়। বিভিন্ন মহাদেশ-উপমহাদেশে আজ আঞ্চলিক শক্তির উত্থান লক্ষণীয়। এই উত্থানে পরাশক্তিদের চাওয়া-পাওয়ারও অনেক সময় হিসাব মিলিতেছে না। একটা পর্যায়ে আসিয়া তাহারা চলিয়া যাইতেছে ব্যাকফুটে। অগত্যা তাহারা ইহাও মানিয়া লইতেছে। বর্তমানে ইউক্রেন, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ, সুদান, মায়ানমারে যুদ্ধ বা গৃহযুদ্ধ চলিতেছে। ইহার পাশাপাশি চলিতেছে নিষেধাজ্ঞার পর পালটা নিষেধাজ্ঞা। ইহাতে বিশ্ব অর্থনীতি সীমাহীন দুর্দশায় নিপতিত হইলেও ক্ষমতার এই লড়াই ও প্রতিযোগিতা থামিতেছে না। বরং দিনদিন বীভৎস রূপ ধারণ করিতেছে। এই সকল আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক শক্তির কোপানলে পড়িয়া তৃতীয় বিশ্বের ছোট ছোট দেশগুলির এখন ত্রাহি ত্রাহি ও ত্রিশঙ্কুল অবস্থা। তাহাদের পক্ষে ভারসাম্য রক্ষা করাও এখন কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষত, এই সকল দেশে ভোটের প্রকৃত ক্ষমতা আর ভোটারের নিকট নাই। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা সামরিক-বেসামরিক প্রশাসন অথবা মাশলম্যানদের করায়ত্তাধীন হইয়া পড়িয়াছে। নির্বাচনটা হইয়া পড়িয়াছে মূল্যহীন ও গতানুগতিক।

নূতন এই বিশ্বে টিকিয়া থাকাটাই আজ বড় কথা। আমরা যতই চেষ্টা করি, পূর্বের জায়গায় যাইতে পারিব না। হারানো মিত্রের জন্য আফসোস করিয়া লাভ নাই। নূতন মিত্রের অনুসন্ধান বা পুরাতন মিত্রকে নূতনরূপে বরণ করিয়া হইলেও উন্নয়নশীল দেশগুলিকে প্রতিনিয়ত কৌশল অবলম্বন করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়া চলিতে হইবে। বিশেষ করিয়া পররাষ্ট্রনীতিতে সামান্য ভুল করিলে তাহার মাশুল গুনিতে হইবে কড়ায় গন্ডায়।

মায়ানমার নিয়ে যে সংকটের মধ্যে ভারত

মায়ানমারে জান্তা বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর যে সংঘর্ষ চলছে, বাংলাদেশ, ভারতসহ প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর তার প্রভাব পড়েছে। ভারতের সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় মায়ানমার থেকে পালিয়ে আসা সেনা ও নাগরিকদের কারণে উদ্বিগ্ন ভারত সীমানাপ্রাচীর তোলার চিন্তাভাবনা করছে। লিখেছেন **সঞ্জয় হাজারিকা**।

মিয়ানমার সীমান্তের অনতিদূরে ভারতের মিজোরামের লেংপুই বিমানবন্দরে সম্প্রতি একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেছে। রানওয়েতে একটি সাদা সামরিক পরিবহন বিমান অপেক্ষারত ছিল। বিমানটির গায়ে বর্মি হরফে কী কী সব লেখা ছিল।

বিমানবন্দর চত্বরে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলেন মায়ানমারের কয়েকজন সেনা। দেখা যাচ্ছিল, তাঁদের অনেকেই আহত। কেউ কেউ রোগী বহনকারী হালকা খাটে শুয়ে ছিলেন। কারও গায়ে ইউনিফর্ম ছিল। কারও গায়ে ছিল সাদা পোশাক। তাঁদের কারও কাছে অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। তাঁরা ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় মাটিতে শুয়ে-বসে ছিলেন। আসাম রাইফেলসের অস্ত্রধারী সেনারা তাঁদের পাহারা দিচ্ছিলেন। ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত ওই সেনারা মায়ানমারের সশস্ত্র গ্রুপগুলোর তাড়া খেয়ে ভারতের সীমান্তে ঢুকে পড়েছিলেন।

রানওয়েতে দাঁড় করিয়ে রাখা মায়ানমারের সামরিক বিমানটি বর্মি সেনাসদস্যদের দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য অপেক্ষমাণ ছিল। পরের দিন পরিবহন বিমানটি সেনাসদস্যদের নিয়ে উড্ডয়ন করতে যাচ্ছিল। ছুটে চলার শুরুতেই আচমকা বিমানটি রানওয়ে থেকে ছিটকে একটি ঢালে গিয়ে পড়ল। সেই অসহায় সেনাদের জীবনে আরেকটি দুঃখজনক অধ্যায় যুক্ত হলো। দুর্ঘটনা সামান্যই ছিল। তাতে কেউ নিহত হননি। তবে অনেকে আহত হন। বিমানটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সেদিন দিনভর দিল্লির শীর্ষ কর্মকর্তারা এবং মিজোরাম সরকারের কর্মকর্তারা টেলিফোনে ব্যস্ত ছিলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় মিজোরাম সরকার থতমত খেয়ে গিয়েছিল।

বিমানবন্দরটি সারা দিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হলো। কারণ ক্ষতিগ্রস্ত বিমানটিকে সারাই করতে হবে। গ্যাসোলিন ট্যাংক খালি করতে হবে। মায়ানমার থেকে আসা শরণার্থী সেনাদের চিকিৎসা দিতে হবে। এই সব করে সারা দিন কাটল। পরের দিন ইয়াঙ্গুন থেকে পাঠানো দুটি সামরিক বিমানে করে সেনাদের দেশে ফেরত পাঠানো হলো।

প্রতিবেশী মায়ানমারের চিন রাজ্য থেকে সেনাদের মিজোরামে পালিয়ে আসার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। চিন রাজ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই চিন ন্যাশনাল আর্মি (সিএনএ) এবং পিপলস ডিফেন্স ফোর্সসহ অন্য বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর সমন্বিত আক্রমণের মুখে জান্তা সরকারের সেনারা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পালিয়ে আসছেন।

২০০১ সালে মায়ানমারের সেনাবাহিনী অং সান সু চি এবং তাঁর ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) নির্বাচনে ভূমিধস জয়লাভ করার পর সেনাবাহিনী এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। তখন থেকে এ পর্যন্ত বিদ্রোহী যোদ্ধাদের আক্রমণের মুখে অন্তত ৫০০ সেনাসদস্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পালিয়ে এসেছেন। সেনাদের অভিযানের মুখে মিজোরামে অন্তত ৪৫ হাজার চিন জাতিগোষ্ঠীর শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছেন।

আজ ভারত সরকার মায়ানমারের সীমান্ত লাগোয়া পূর্বাঞ্চলীয় ১৬৪০ কিলোমিটার এলাকার অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে। মিজোরামের সীমান্ত এলাকা জোখাওথার ও মায়ানমারের সীমান্ত এলাকার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলা তিয়াও নদীর ওপর প্রতিষ্ঠিত সাদা-লাল রঙের সেতুর কাছে কিছুদিন আগেও মায়ানমারের সেনাবাহিনী এবং সরকারি কর্মকর্তারা দায়িত্বরত ছিলেন। কিন্তু এখন মায়ানমারের ওই অঞ্চলের সর্বত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের পতাকা উড়ছে। মিজোরাম এবং জোখাওথারের সংযোগ সেতুর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর হাতে রয়েছে।

মায়ানমারের চিন রাজ্য এবং সাগাইং রাজ্যের বেশির ভাগ এলাকা ভারতের মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড এবং অরুণাচল প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত। আর এই পুরো অঞ্চল এখন বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর হাতে চলে গেছে। বিদ্রোহী গোষ্ঠীর ভাষায় ওই অঞ্চল এখন 'স্বাধীন এলাকা'।

বিদ্রোহী গোষ্ঠী সিএনএফ ইতিমধ্যে সেখানে স্বায়ত্তশাসিত 'চিনল্যান্ড কাউন্সিল' গঠনের ঘোষণা দিয়েছে। দিল্লি এবং মণিপুরকে এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন না হতে বলে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল দিয়ে মাদক, অস্ত্র ও অন্য কোনো কিছু পাচার করতে দেওয়া হবে না। ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়েও তারা হস্তক্ষেপ করবে না বলে তারা দিল্লিকে আশ্বস্ত করেছে।

মিজোরামের একজন বিরোধীদলীয় নেতা বলেছেন, এত দ্রুত সেনা চৌকিগুলোর পতন দেখে তাঁরা খুবই বিস্মিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর এমন সামরিক অগ্রগতি সেনাবাহিনীর দুর্বলতাকেই সামনে নিয়ে আসছে। একই সঙ্গে বোঝা যাচ্ছে, এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর শক্তিকে খাটো করে দেখা হচ্ছিল।

তবে ওই নেতা মনে করেন, রাজধানী ইয়াঙ্গুনে সামরিক শাসনের পতনের সম্ভাবনা খুব কম। কারণ বিদ্রোহীদের হাতে যাওয়া এলাকাগুলো ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র সরঞ্জাম ও গোলাবারুদ এখনো কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীর হাতে যথেষ্টই আছে।

মিজোরামের অপর প্রান্তে পালাতোয়া শহরটি এখন আরেকটি জাতিগত সশস্ত্র গ্রুপ আরাকান আর্মির হাতে পড়েছে। শহরটি পুনরুদ্ধার করতে সেনাবাহিনী বিমানবাহিনী এবং গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় পাল্টা হামলা চালাচ্ছে।

এই পালাতোয়া শহরটি ভারতের উচ্চাভিলাষী 'কালাদান মাল্টি মডেল ট্রানজিট ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ভারত রাখাইন রাজ্যের সিত্তি বন্দরের সঙ্গে কলকাতার সংযোগ স্থাপন করতে চায়। এই পালাতোয়া শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলা কালাদান নদীর ওপর নির্মিত সেতুর মাধ্যমে মিজোরামের সঙ্গে শহরটির সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করার কথা।

আরাকান আর্মি এই অঞ্চলে কৌশলগত বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে আরও আঘাত হানতে চায়। তবে যেহেতু অঞ্চলটি চিন জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত, সেহেতু চিন বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর সঙ্গে আরাকান আর্মির সংঘাত লাগার আশঙ্কা রয়েছে।

ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সম্প্রতি এই অঞ্চলে সীমানাপ্রাচীর দেওয়ার কথা বলেছেন। তিনি ফ্রি মুভমেন্ট রেজিম (এফএমআর) বন্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। অমিত শাহের এই বক্তব্যকে সাম্প্রতিক ঘটনা এবং ভারতীয় নিরাপত্তা স্বার্থ রক্ষার প্রচেষ্টার আলোকে বিশ্লেষণ করা দরকার।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে অমিত শাহের এই ঘোষণার তীব্র সমালোচনা এসেছে। অনেকেই বলছেন, ব্রিটিশ সরকার ভাইয়ে ভাইয়ে বিভক্তি ও হানাহানি বাধিয়ে দেওয়ার জন্য সীমান্ত টেনেছিল। সেই সীমান্ত এখনো উন্মুক্ত থাকার কারণে উভয় পারের মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। তাদের মধ্যে আত্মীয়তা রয়েছে। কিন্তু সেখানে সীমানাদেয়াল বা প্রাচীর তৈরি করলে সেই ভ্রাতৃত্বপূর্ণ বন্ধন একেবারে ছিন্ন হয়ে যাবে। এফএমআরের কারণে ১৬ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে দুই দেশের বাসিন্দারা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই অঞ্চলের এপারের পরিবারগুলোর সঙ্গে ওপারের পরিবারগুলোর যাতায়াত রয়েছে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ছোটখাটো ব্যবসা-বাণিজ্য হয়ে থাকে।

সরকার, এমনকি স্থানীয় সশস্ত্র গ্রুপগুলো স্বীকার করে, দুই পারের মধ্যে এই নির্বিঘ্ন যাতায়াতের সুযোগ নিয়ে অনেক সশস্ত্র গোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত কম নজরদারিতে থাকা দুর্গম পথে অবৈধ অস্ত্র এবং মাদক চোরাচালান করে থাকে।

সীমান্তে বেড়া দেওয়ার সবচেয়ে জোরালো আহ্বান এসেছে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের কাছ থেকে। তাঁর রাজ্য বলা চলে সহিংসতায় জর্জরিত হয়ে আছে। সেখানে মূলত কুকি এবং মেইতেই সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত চলছে। বীরেন সিং বলেছেন, তাঁর রাজ্যের কুকি যোদ্ধারা লোকজন এবং অস্ত্র সীমান্তের ওপারে নিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য বিশ্লেষকেরা উল্লেখ করেছেন, মণিপুর ও নাগাল্যান্ডের বিভিন্ন সশস্ত্র গ্রুপে মায়ানমারের সীমান্তে সক্রিয় রয়েছে।

সীমানাপ্রাচীর বা বেড়া একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের বাস্তবতা বহন করে। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প। এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং এখানকার দুর্গম প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে তা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। এই ধরনের প্রাচীর গড়তে গেলে বহু পুরোনো পারিবারিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হবে। এটি স্থানীয় মানুষের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করবে এবং সরকারকে সেই জন-অসন্তোষ মোকাবিলা করতে হবে।

অন্যদিকে চীন তার দক্ষিণ সীমান্তে সক্রিয় রয়েছে। চীন তার সীমান্ত লাগোয়া মায়ানমারের এলাকায় শক্তিধর বিদ্রোহী শান জাতিগোষ্ঠী এবং জান্তা সরকারকে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে সই করতে বাধ্য করেছে। চীনের এই মধ্যস্থতায় সামরিক শাসক বা বিদ্রোহী শান গোষ্ঠীর কেউই খুশি নয়। এর কারণ, তারা ভালো করেই জানে, চীনের মূল লক্ষ্য এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা নয়। চীনের মূল লক্ষ্য, খনিসমৃদ্ধ এই এলাকায় তার বড় ধরনের বিনিয়োগ এবং অবকাঠামোগত স্বার্থের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

বিষয়টি ভারতের কাছেও খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মায়ানমারে ভারতেরও বড় ধরনের অর্থনৈতিক স্বার্থ রয়েছে। ভারতের অনেক অর্থনৈতিক কার্যক্রম এমন সব জায়গায় পরিচালিত হচ্ছে, যে জায়গাগুলো এখন বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

সম্প্রতি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার রাখাইন রাজ্যে অবস্থানরত সব ভারতীয় নাগরিককে ওই অঞ্চল ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় সরে আসার নির্দেশ দিয়েছে।

মায়ানমারের সেনাবাহিনীর প্রতি সমর্থন দেওয়া থেকে এখনো পিছু হটেনি ভারত। তবে এখন মাঠের বাস্তব অবস্থা দিল্লিকে বিবেচনা করতে হবে। মায়ানমারে লড়াইরত বিদ্রোহী গ্রুপগুলো (এদের মধ্যে কোনো কোনো গ্রুপ ৭০ বছরের বেশি সময় ধরে সশস্ত্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে) এখনই রাজধানী নেপিডো দখলে অগ্রসর হবে বলে মনে হয় না।

তবে বাস্তবতা হলো, ভারতের প্রতিবেশী সিন রাজ্যের একটি বিশাল অংশ বিদ্রোহীদের কবজায় রয়েছে। এটি ভারতের নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগের বিষয়।

একজন ঊর্ধ্বতন নিরাপত্তা কর্মকর্তা বলেছেন, মায়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। এর অর্থ হলো, সেখানে অধিকতর টেকসই একটি বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত জান্তা সরকারের পতনের সম্ভাবনা কম। আর এই ধরনের একটি কার্যকর প্রক্রিয়া চালু না হওয়া পর্যন্ত চীন এবং ভারত উভয়ই তাদের বর্তমান নীতির পরিবর্তন আনবে না।

মায়ানমারের ভারতের সাবেক রাষ্ট্রদূত গৌতম মুখোপাধ্যায় বলেছেন, এই ধরনের একটি জটিল বিষয়ে হুট করে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। তিনি বলেছেন, 'সীমান্তের দুই পারের মানুষের আত্মীয়তা ও উপজাতীয় বন্ধন এমন যে সেই বন্ধন ও আত্মীয়তা আইন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। এই আত্মীয়তাকে ছিন্ন করার মতো কোনো ব্যবস্থা নিলে তা ভারতে অবস্থানরত মায়ানমারের উপজাতিদের আত্মীয়রা আমাদের শত্রুতে পরিণত হতে পারে।'

সঞ্জয় হাজারিকা ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলভিত্তিক লেখক ও কলামিস্ট

সৌজন্যে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

বিশ্বব্যাপী যেন শিশুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে/১

সাইমন টিসডাল

আধুনিক সশস্ত্র সংঘাতে একটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। বিপুলসংখ্যক বেসামরিক মানুষ হতাহতের পাশাপাশি নিরাপত্তার প্রশ্নে চরম অবহেলার চিত্রই বেশি করে চোখে পড়ে। ইউক্রেন কিংবা গাজা যুদ্ধ থেকে শুরু করে সুদান বা মায়ানমারের সহিংসতা–সব ক্ষেত্রেই এই প্রবণতা বিরাজমান। এর সঙ্গে বাড়ছে আরেক বিপত্তি। যুদ্ধের আইনকে (লজ অব দ্য ওয়ার) বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে চলার কারণে যুদ্ধসংক্রান্ত আইনগুলো অনেক ক্ষেত্রে ভেঙে পড়ছে বা বিলুপ্ত হতে চলেছে। এরকম প্রেক্ষাপটে অনেকে মনে করেন, যুদ্ধ বা সংঘাতকালে বেসামরিক নাগরিকদের টার্গেট করা হয় অনেকটা ইচ্ছাকৃতভাবেই। এই অভিযোগ সত্য হোক না হোক, বিষয়টি যারপরনাই মর্মান্তিক ও ক্ষমার অযোগ্য।

আমরা দেখে আসছি, যুদ্ধে শিশুদের প্রতি অমানবিক হয়ে উঠছে পক্ষগুলো। তবে শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা থামাতে জাতিসংঘ সব সময়ই সোচ্চার। শিশুর প্রতি আগ্রাসনকে 'গুরুতর লঙ্ঘন (গ্রেভ ভায়োলেশনস)' বলে অভিহিত করে থাকে প্রতিষ্ঠানটি। শিশুর প্রতি সংঘাত সম্পর্কিত সবশেষ প্রতিবেদনে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস সতর্কতা উচ্চারণ করে বলেছেন, 'শিশুরা যুদ্ধ সম্পর্কিত সহিংসতা ও নির্যাতনের কারণে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে।'

জাতিসংঘ মহাসচিবের কথা বিবেচনায় নিয়ে বাস্তব চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যেসব সহিংসতা চলছে, তাতে করে সবচেয়ে বাজে অবস্থায় পড়েছে শিশুরা। হত্যা ও পঙ্গুত্ব, ধর্ষণ, যৌন সহিংসতা, অপহরণ, স্কুলে হামলা ও শিশুসেনা নিয়োগের মতো বহু ঘটনা ঘটছে যুদ্ধকবলিত শিশুদের সঙ্গে। এ ধরনের প্রবণতা যে কাউকে ব্যথিত করে স্বাভাবিকভাবেই।

মায়ানমারের গৃহযুদ্ধের কথাই যদি বলি, দেখা যায়–২০২২ সালে দেশটিতে শিশুর প্রতি অমানবিক আচরণ বেড়েছে ১৪০ শতাংশের বেশি। একইভাবে দক্ষিণ সুদানে শিশুদের জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছে চলমান আন্তঃসাম্প্রদায়িক সহিংসতা। জাতিসংঘের নথিভুক্ত এমন দেশের তালিকায় রয়েছে কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, ইসরাইল-ফিলিস্তিন, সোমালিয়া, সিরিয়া, ইউক্রেন, আফগানিস্তান ও ইয়েমেনের নাম।

জাতিসংঘ যখন ওপরের তালিকা তৈরি করেছিল, তখনো গাজা যুদ্ধ শুরু হয়নি। অর্থাত্, গাজা সহিংসতা যেভাবে শিশুদের প্রাণ কাড়ছে, তাতে করে এই তালিকায় এখন সবার ওপরে থাকার কথা ফিলিস্তিনের নাম। কারণ, চলমান গাজা যুদ্ধে যে হারে শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটছে, তা নিঃসন্দেহে অতীতের যে কোনো যুদ্ধে শিশুর প্রতি সহিংসতার রেকর্ড ভেঙে দেবে। গাজায় শিশুদের অবস্থা কোন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তা জানে গোটা বিশ্ব।

ফিলিস্তিনের স্থানীয় কর্মকর্তারা বলেছেন, ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে চলমান সংঘাতে এরই মধ্যে ১৮ বছরের কম বয়সি সাড়ে ১১ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে অনেকে। প্রায় ২৪ হাজার শিশুর মধ্যে এক জন কিংবা উভয়ে পিতৃমাতৃহীন হয়েছে। পরিবারবিচ্ছিন্ন বা সঙ্গীহীন হয়েছে ১৭ হাজার। এসব একেকটা সংখ্যা কতটা ভয়াবহ, তা না বুঝতে পারার কথা নয়।

ফিলিস্তিনি শিশুদের মতো বিপর্যয়ে আছে ইসরাইলের শিশুরাও। গত ৭ অক্টোবর হামাসের হাতে আটক জিম্মিদের মধ্যে অনেক ইহুদি শিশুও ছিল। তাছাড়া হামাসের হাত থেকে যেসব জিম্মি এখনো মুক্ত হতে পারেননি, তাদের শিশুরা কেমনভাবে দিন কাটাচ্ছে, তা সহজেই অনুমেয়। এসবের মধ্যেই পরিস্থিতি করুণ আকার ধারণ করছে রাফা সীমান্তে। এই এলাকায় নতুন বিপর্যয় নেমে আসার উপক্রম হয়েছে ইসরাইলি বাহিনীর অভিযানের মুখে।

জাতিসংঘের শিশু তহবিল ইউনিসেফ আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছে, যুদ্ধ সর্বদাই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। গাজার শিশুদের অবস্থা আরো বিভীষিকাময়। এই অবস্থায় গাজার ১০ লাখেরও বেশি শিশুর জরুরি ভিত্তিতে মানসিক সহায়তা প্রয়োজন।

যুদ্ধকবলিত গাজার শিশুরা নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে দিন পার করছে। সাধারণ উপসর্গগুলোর মধ্যে রয়েছে উচ্চমাত্রার আতঙ্ক ও উদ্বেগ, ক্ষুধা হ্রাস, ঘুমাতে না পারা ইত্যাদি। সব থেকে বড় কথা, যখনই বোমা হামলার শব্দ তাদের কানে যাচ্ছে, চরম মানসিক অস্থিরতা ও আতঙ্কের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে তারা।

কোনো দেশ বা অঞ্চলে যখন যুদ্ধ কিংবা সংঘাত দেখা দেয়, তখন খাদ্যাভাবে অপুষ্টি ও রোগ পেয়ে বসে বিশেষত শিশুদের। রোগব্যাধিই মারাত্মক শত্রু হয়ে ওঠে ছোট বাচ্চাদের। ঠিক এমন একটি পরিস্থিতিতেও শিশুর প্রতি অমানবিকতা প্রদর্শন আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের শামিল। বিশেষ করে, এটা জেনেভা কনভেনশনকে উপহাস করার দৃষ্টান্ত।

ইউনিসেফের ভাষ্য, 'সব যুদ্ধেই সবার আগে ভুক্তভোগী হয় শিশুরা। সবচেয়ে বেশি কষ্ট ও আঘাত আসে তাদের ওপরেই। যদিও যুদ্ধেরও নিয়ম রয়েছে।'

ইউনিসেফের ভাষায়, 'যুদ্ধের সময় কোনো শিশুকে প্রয়োজনীয় পরিষেবা থেকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত নয়... কোনো শিশুকে জিম্মি করা উচিত নয়... হাসপাতাল বা স্কুলগুলোকে অবশ্যই বোমা হামলা থেকে রক্ষা করা উচিত... শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারলে তার দায় বহন করতে হবে আগামী প্রজন্মকে।'

পরবর্তী অংশ আগামীকাল

প্রথম নজর

প্রায় এক লক্ষ শাল পাতা দিয়ে তৈরি হল সরস্বতী পুজো মণ্ডপ

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: প্রায় এক লক্ষ সাল পাতা দিয়ে তৈরি হয়েছে সরস্বতী পূজা মন্ডপ। বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত কোটাসুর সোনালী সংঘের ২৩ তম বর্ষে এই মন্ডপটি তৈরি করেছে পুজো উদ্যোক্তারা নিজেই। আর এই চিত্র উঠে এলো বুধবার দুপুর ১২ টা নাগাদ।

মূলত ময়ূরেশ্বরের সোনালী সংঘ বিভিন্ন বছর বিভিন্ন রকম থিম উপহার দিয়েছে এলাকাবাসীকে, কখনো এই পূজা মণ্ডপে থিম ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি, কখনো প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের ন্যায় পূজা মন্ডপ, তৈরি করা হয়েছে থার্মোকল দিয়ে বিয়েবাড়ি আদলে টোপরের পূজা মন্ডপ। কখনও পূজা উদ্যোক্তারা নিজে হাতে তৈরি করেছেন বাদামের মহাসরস্বতী। আর এই বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালের ২৩ তম বর্ষে কয়েক লক্ষ শাল পাতা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে সোনালি সংঘের পূজা মন্ডপ। চলতি বছরে থিমের নামকরণ করা হয়েছে 'পত্র কুটিরে বাগদেবী' । আর এই পূজা মণ্ডপে জেলা তথা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জমায়েত হয়েছে মানুষজন। তবে কেনই বা এই পুজো মণ্ডপ এ বছর সালপাতা দিয়ে তৈরি করা হলো সে নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন পূজো উদ্যোক্তারা। সরস্বতী পূজা মানেই অন্যরকম মেজাজ ফিরে আসে যুব সমাজের কাছে। ঠিক সেই মত বিভিন্ন জায়গা থেকে যুবসমাজ জমায়েত হয়েছে এই পূজা মন্ডপে। ঠিক সেই রকমই পুজো মণ্ডপ দর্শন করতে এসেছে পিউ দাস, তিনি জানিয়েছেন "সরস্বতী পূজা মানেই কোটাসুর সোনালী সংঘ। এখানে আমি প্রত্যেক বছর আসি ও আগামী দিনেও আসব।'

মিশনের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে বিজ্ঞানীসহ অধ্যাপকদের উপস্থিতি

মিসবাহ উদ্দিন ● জয়নগর

আপনজন: মহাসাড়ম্বরে বকুলতলা থানার জীবন মন্ডল হাটের নিকটে পাখিডাকা পরিবেশে গড়ে ওঠা আত তাওহীদ মিশনে গত সোম ও মঙ্গলবার বাৎসরিক ক্রীড়ানুষ্ঠানসহ নবীনবরণ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদযাপিত হল। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত মেহমানদের মধ্যে প্রবল উচ্ছ্বাস যেমন ছিল তেমনি ছাত্রীদের মধ্যে মন ভরা উৎফুল্ল ও উদ্দীপনা ফুটে ওঠে। পবিত্র আল কোরআনের সূরা আর রহমানের তেলোয়াতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অতিথিদের মধ্যে ছিলেন প্রফেসর ড. বিজ্ঞানী ফারুক রহমান (ফেলো অফ রয়াল অ্যাস্ট্রোনমিকাল সোসাইটি- F.R.A.S London), প্রফেসর ড. মেহেদী কালাম (আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়), বেহালা কলেজের গণিতের বিভাগীয় প্রধান ডঃ অমর ফারুক, এক্স শিক্ষিকা অরুনধ্যোতি মুখার্জি (গোখেল মেমোরিয়াল স্কুল), প্রশান্ত কুমার বসু (এক্স শিক্ষক রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক বিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর), আব্দুল হালিম সেখ (সম্পাদক, আধুনিক গণিত অন্বেষা) প্রমুখ। উদ্দেশ্য যদি সৎ হয় যৎসামান্য আয়োজনে সফলতা আসবে, লক্ষকে স্থির করতে হবে, ধৈর্যশীল ও মানবীয় হওয়ার কথা বলেন আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক নুর আমিন মোল্লা সহ তাজমিরা মোল্লা, সুপার কবির হোসেন মোল্লা প্রমুখ। সম্পাদক সাহেব বলেন, এক বছর এক মাসে এতটা উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে আপনাদের জন্য কিন্তু আরো অনেক কাজ করতে হবে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন শিক্ষক আমীর হোসেন লস্কর।

পোট্রেট মূর্তি স্থাপন

মোমিন আলি লস্কর ● জয়নগর

আপনজন: বামনগাছি অঞ্চলের চালতাবেড়িয়া রিক্রেয়েশান ক্লাবের পরিচালনায় সরস্বতী পূজার এবং পোট্রেট মূর্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলে বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সদ্দার এবং চালতাবেড়িয়া হাই স্কুলের বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক পবিত্র কুমার মন্ডল। বারুইপুর পূর্বের প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল চন্দ্র মন্ডল আর্থিক সহায়তায় ২০০০০০ টাকা পেয়েছেন এই ক্লাব।এই ক্লাব১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে চালতাবেড়িয়া রিক্রায়েশান ক্লাবের সম্পাদক মাধব মন্ডল,বলেন আজ আমাদের গর্বের বিষয় বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার

আমাদের ক্লাবের পোট্রেট মূর্তি স্থাপন উপস্থিত হওয়ার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের ক্লাবের মধ্য দিয়ে প্রতিবছর রক্তদান শিবির, দুঃস্থ অসহায়দের বস্ত্র বিতরণ করে থাকি।

উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার, চালতাবেড়িয়া হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক পবিত্র কুমার মন্ডল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, চালতাবেড়িয়া রিক্রায়েশান ক্লাবের সম্পাদক মাধব মন্ডল প্রমুখ।

প্রেমদিবসে স্ত্রীর কাটা মুণ্ডু হাতে নিয়ে গ্রামে ঘুরে বেড়ালেন যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হলদিয়া

আপনজন: এক হাতে কাটারি।অন্য হাতে স্ত্রীর কাটা মুন্ডু।গোটা দেহে কোথাও লেগে আছে চাপ চাপ রক্ত, কোথাও আবার রক্তের ছিটে।চোখে যেন জ্বলছে।রণংহেদি মূর্তিতে এই অবস্থাতেই গোটা গ্রামে ঘুরলেন যুবক।মুখে একটাই কথা,'তুমি আমায় ভুল বুঝো না। আমি তোমায় মুক্তি দিলাম।' বুধবার স্ত্রী ফুলরানি গুছাইতকে খুন করেন কাটারি দিয়ে এমন মন্তব্য করেন ঐ যুবক, যা দেখে রীতিমতো ভিড়মি খাওয়ার জোগাড় গোটা গ্রামের প্রেমদিবসে হাড়হিম হত্যাকাণ্ড,পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরের এক নম্বর ব্লকের চিন্তিপুর গ্রামে ঘটনা,চুয়াল্লিশ বছরের গৌতম গুছাইত পটাশপুরের চিন্তিপুর গ্রামের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা।পেশায় হকার গৌতম। বেশ কয়েক বছর আগে বিয়ে হয়। তবে স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হত না।দাম্পত্য অশান্তি লেগেই থাকত তাদের।তাঁদের এক সন্তান রয়েছে।সে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে।স্থানীয়দের দাবি,গৌতম মানসিক ভারসাম্যহীন।একবার নাকি আলিপুর চিড়িয়াখানায় সিংহর গলায় মালা পরানোর উপক্রমও করেছিল সে। গৌতমের স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল বলেও দাবি প্রতিবেশীরা।সে কারণেই স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি লেগেই থাকত।তার জেরেই প্রেমদিবসে স্ত্রীকে গৌতম খুন করে বলেই মনে করা হচ্ছে।অভিযোগ,অশান্তি চলাকালীন কাটারি দিয়ে গলা কেটে সে স্ত্রীকে খুন করে।এর পর স্ত্রীর কাটা মুন্ডু হাতে নিয়ে গোটা গ্রামে ঘুরে বেড়ায়।কখনও মুন্ডু হাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় তাকে।আবার কখনও বেঞ্চে কাটা মুন্ডু রেখে বিশ্রামও নেয় সে।হাতে ধরা রক্তমাখা কাটারি।গ্রামবাসীরা গৌতমকে দেখে আঁতকে ওঠেন।খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। তড়িঘড়ি পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছয়।দেহ এবং কাটা মুন্ডু উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। গ্রেপ্তার করা হয় ওই যুবককে।

১৮ ফুটের সরস্বতীর মূর্তি গোহালিয়াড়ায়

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ১৪ ই ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পূজা। এ উপলক্ষে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ ক্লাব থেকে পাড়া এমনকি পারিবারিক ভাবেও পালিত হচ্ছে সরস্বতী পূজা।বিভিন্ন পাড়া বা ক্লাবের মধ্যে দর্শণার্থীদের আকর্ষণ করতে রয়েছে নানান থিম সহ অন্যান্য বিষয়।সেরূপ বীরভূমের দুবরাজপুর ব্লকের অন্তর্গত গোয়ালিয়ারা গ্রামের নিউ জনসন যুব সম্প্রদায়ের উদ্যোগে এবছর ১৮ ফুটের সরস্বতী প্রতিমা তৈরি করে এলাকায় যথেষ্ট সাড়া ফেলে।জানা যায়, নিউ জনসন যুব সম্প্রদায়ের সদস্যরা গত ১০ বছর ধরে সরস্বতী পুজো করে আসছে। তবে এবছর সরস্বতী পূজার নতুনত্ব ভাবনা এনেছে। ১১ তম বছর উপলক্ষে ১৮ ফুটের সরস্বতী প্রতিমা গড়ে। পুজোতে মানুষের মধ্যে আলোড়ন তোলার প্রচেষ্টা। উদ্যোক্তাদের দাবি তাদের গ্রাম সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায়ও এত বড় মাপের সরস্বতী প্রতিমা তৈরিতে প্রথম। উল্লেখ্য নিউ জনসনের সদস্যরা শুধুমাত্র সরস্বতী পুজোতেই থেমে থাকে না, গ্রামের মানুষের স্বার্থে বিভিন্ন জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডেও যুক্ত থাকেন। তাই তাদের আশা এই প্রতিমা দেখার জন্য স্থানীয় সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষজনের ভিড় উপচে পড়বে।

দুই দেওয়ালের মধ্যে আটক ব্যক্তিকে উদ্ধার

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: দুই দেওয়ালের মধ্যে আটকে পড়া এক ব্যক্তিকে দেওয়াল ভেঙে উদ্ধার করল দমকল ও পুলিশ।

মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলায় বারুইপুর পুরাতন বাজার এলাকায় একটি বাড়ি ও দোকানের দুই দেওয়ালের মধ্যে আটকে পড়ে এক ব্যক্তি। স্থানীয় সূত্রে খবর ওই ব্যক্তি পেশায় অটোচালক বারুইপুর বিশালক্ষী তলার বাসিন্দা রাস্তা ভুল করে দুই দেওয়ালের মধ্যে ঢুকে পড়ে আটকে যান। প্রায় দু'ঘন্টা আটকে থাকে দুই দেওয়ালের মধ্যে, স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে জানতে পেরে তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে, স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার কাজে ব্যর্থ হওয়ায় পুলিশ ও দমকলকে খবর দেয়। বারুইপুর থানার পুলিশ ও দমকল বাহিনী এসে পাশের দোকান ঘরের দেওয়াল ভেঙে ওই ব্যক্তিকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। বুধবার ও সেখানে ভর্তি আছেন তিনি।

সীমান্তে সোনার বিস্কুট সহ ধৃত পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বনগাঁ

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার দক্ষিণ বঙ্গ সীমান্তের ১৪৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা লক্ষাধিক টাকার সোনা সহ একজন মহিলা পাচারকারী কে আটক করলো। বিএসএফ সূত্রে খবর উদ্ধার হওয়া শোনার আনুমানিক ওজন ৪৬৬.৫৬০ গ্রাম এবং তার আনুমানিক বাজার মূল্য ২৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯৯৫ টাকা। বিএসএফ সূত্রে খবর আইসিপি পেট্রাপোলের প্যাসেঞ্জার টার্মিনালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ভ্রমনরত যাত্রীদের রুটিন চেকিং এর সময় বিএসএফের মহিলা রক্ষীরা বাংলাদেশ থেকে ভারতের প্রবেশকারী একজন সন্দেহভাজন মহিলা যাত্রীকে আটক করে। পরবর্তীতে মহিলা রক্ষীরা হ্যান্ডেল মেটাল ডিটেক্টর এর মধ্য দিয়ে তল্লাশি চালিয়ে তার লাগেজ থেকে চারটি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করে।পরবর্তী আটক পাচারকারীকে সোনা সহ পেট্রাপোল কাস্টম অফিসে হস্তান্তর করা হয়েছে বিএসএফের পক্ষ থেকে।

অন্যদিকে আর একটি ঘটনায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে লক্ষাধিক বাংলাদেশী টাকা সহ আটক এক পাচারকারী। উত্তর ২৪ পরগনার ১৪৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা লক্ষাধিক বাংলাদেশি টাকা সহ এক পাচারকারীকে আটক করেছে।

'নিজামিয়া মাদ্রাসার অবস্থা ও উত্তরণের উপায়' নিয়ে সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: নিজামিয়া মাদ্রাসার সমসাময়িক অবস্থা ও উত্তরণের উপায় বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হল হরিহরপাড়ার সলুয়ায়।

আব্বাসি খিলাফতের আমলে সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিক আকারে নিজামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। একদা এই মাদ্রাসাগুলো গবেষণা কেন্দ্র হয়ে ওঠে। মেডিক্যাল সাইন্স, পদার্থবিদ্যার মত বিষয় চর্চা হতো। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের নিজামিয়া মাদ্রাসাগুলো সংকীর্ণতার রূপ নিয়েছে ! তৎকালীন নিজামিয়া মাদ্রাসা ও বর্তমান মাদ্রাসার মধ্যে অনেক পার্থক্য ! নিজামিয়া মাদ্রাসার সে হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে ফিরে পাওয়ার ভাবনা নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করলো সলুয়া মাদ্রাসা দারুল কুরআন। জানা যায়,মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার সলুয়া গ্রামের মাদ্রাসা দারুল কুরআনের বাৎসরিক জালসা উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের নিজামিয়া মাদ্রাসার সমসাময়িক অবস্থা ও উত্তরণের উপায় বিষয়ক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে উপস্থিত হন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে বেসরকারি নিজামিয়া মাদ্রাসা ,যেগুলি খারেজী মাদ্রাসা নামে পরিচিত ধর্মীয় শিক্ষার কাজ করে থাকে। যদিও বর্তমানে আধুনিক শিক্ষাও দেওয়া হয়। মাদ্রাসার পঠন পাঠন ,শিক্ষার গুনগত মান বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এদিন। মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মারজুল হক সালাফি বলেন - এক সময় নিজামিয়া মাদ্রাসাগুলো গবেষণা কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। পদার্থবিদ্যা, মেডিকেল সাইন্স ইত্যাদি বিষয় গুলো চর্চা হতো। এমনকি ভারতের প্রথম শিক্ষা মন্ত্রী মাদ্রাসার ছাত্র। কিন্তু বর্তমানে সেই ঐতিহ্য হারিয়ে সংকীর্ণতার রূপ নিয়েছে মাদ্রাসাগুলো। এতে থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে আমরা এদিনের সেমিনারের আয়োজন করি।

উপস্থিত ছিলেন মিজান পত্রিকার সম্পাদক মোঃ নুরউদ্দিন,সালার কলেজের প্রফেসর মোঃ জিন্নতুল্লা, প্রফেসর ওয়াসিফ আলী, মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মারজুল হক সালাফি,বাইতুল্লাহ হাবিবি, এনামুল হক মাদানীসহ আরো বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ।

তিনটি দোকানে চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: তিনটি দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য। ঘটনায় থানার দ্বারস্থ স্থানীয় ব্যবসায়ী ও চুরি যাওয়া দোকানের মালিকেরা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার অন্তর্গত নলতাহার এলাকার ঘটনা। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেয়া হয়েছে বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে। জানাগিয়েছে, গতকাল রাতে নলতাহার মোড় এলাকায় পরপর তিনটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে। বুধবার সকালে দোকান খুলতে গিয়ে বিষয়টি নজরে আসে ব্যবসায়ীদের। তিনটি দোকান মিলিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার সামগ্রী চুরি গিয়েছে বলেই ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন। এদিন ওই এলাকায় নিরাপত্তার ব্যবস্থা বাড়ানোর দাবিতে জানিয়ে বালুরঘাট থানায় দ্বারস্থ হন ব্যবসায়ীরা।

এ বিষয়ে এলাকার এক ব্যবসায়ী জানান, 'এলাকায় একটি সোনার দোকান, একটি ওষুধের দোকান ও একটি পানের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে। গতকাল রাত্রি নটা নাগাদ আমরা দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরে আসি। আজ সকালে দোকান খুলতে গিয়ে বিষয়টি আমাদের নজরে আসে। বছর পাঁচেক আগে একবার চুরির ঘটনা ঘটলেও, সম্প্রতি এরকম ঘটনা ঘটেনি। ওই এলাকায় যাতে নিরাপত্তা বাড়ানো হয় সেজন্য আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি।'

উচ্চমাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের বিদায়ী সংবর্ধনা নাবাবিয়া মিশনে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● খানাকুল

আপনজন: উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের এক মনোজ্ঞ বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হল খানাকুলের নাবাবিয়া মিশনে। বুধবার নাবাবিয়া মিশনের অডিটোরিয়াম হলে উপস্থিত ছিলেন সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

মিশন কর্তৃপক্ষ ও মিশনের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে এবং ছাত্রদের পক্ষ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষা কর্মীবৃন্দ অফিসের স্টাফ গ্রুপ ডি স্টাফ সহ নাবাবিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক শেখ শাহিদ আকবরকে সংবর্ধিত করেন। এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে ছিল অশ্রুভেজা বিদায় ঘন পরিবেশ।

একদিকে যেমন দুঃখ অপরদিকে তেমন আনন্দ এ বিদায় চির বিদায় নয় স্থান পরিবর্তন মাত্র।

সম্পাদক শেখ শাহিদ আকবর বলেন, বাঘের মন থেকে যেমন বনকে সরিয়ে দেওয়া যায় না, তেমনি মিশনের মন থেকে এই সব ছাত্রছাত্রীদের কখনও সরিয়ে দেওয়া যাবে না। ছাত্রছাত্রী এখন বিদায় নিলেও তারা চিরকাল মিশনের হৃদয়ের অন্তস্থলে থাকবে বলে মন্তব্য করেন শাহিদ আকবর। দোয়ার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। কেউ আট বছর কেউ ১০ বছর কেউ ১২ বছর মিশনে কাটানোর দিনগুলো মনে করে একটা সময় কান্নার রোল ওঠে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পেট্রোল ডিলার্স সমিতির ধর্মঘটের ডাক

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: আজ উত্তরবঙ্গের আটটি জেলায় নর্থ বেঙ্গল পেট্রোল ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। মূলত দুটি দাবির ভিত্তিতে এই ধর্মঘট। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের আটটি জেলার সমস্ত পেট্রোল পাম্প বন্ধ থাকবে। দাবি গুলির মধ্যে অন্যতম হল বিগত দিনে নির্বাচন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় বাহিনী এই রাজ্যে এসেছিল। প্রায় সাড়ে ১৯ কোটি টাকা মত টাকার তেল ব্যবহার করেছিল তারা। বকেয়া টাকা এখনো পাননি, ডিলাররা। সেই বকেয়া টাকা দাবি সহ দুই দফা দাবির ভিত্তিতে আগামীকাল পেট্রোল পাম্প ধর্মঘট বলে জানান সংগঠনের জেলা সভাপতি উজ্জ্বল সাহা।

বাগদেবীর আরাধনায় জয় হিন্দ বাহিনী

বাবলু প্রামানিক ● সোনারপুর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি পল্লব কান্তি ঘোষের উদ্যোগে পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী দেবীর আরাধনায় ব্রতী হলেন জয় হিন্দ বাহিনীর কার্যালয়ে। সকাল থেকে পূজা অর্চনা থেকে শিশুদের হাতে খড়ি, সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রসাদ বিতরণ সকাল থেকে অঞ্জলি দেওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে ভিড় দেখা গেল। জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি পল্লব কান্তি ঘোষ বলেন সরস্বতী বন্দনা ১৫ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে । বাঘাযতীন কার্যালয়ে এই দিনটি রাজনীতির রং ভুলে একত্রিত হয়ে সরস্বতী দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেয়া হয়। এই দিনটি আলাদা কোনদিন নয় প্রতিদিনের মতো দিনটি আজও মানুষের সেবায় । সকাল থেকে প্রচুর মানুষের সহায়তা করার পর এখনো প্রচুর মানুষ আছে তাদের সহায়তা প্রদান করব একদিকে দেবীর আরাধনা তারপর বৈকাল থেকে প্রসাদ বিতরণ দিনটি এইভাবে পালিত হয়।

নাকা চেকিংয়ে অবৈধ কয়লা সহ ভ্যান আটক

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: লোকসভার প্রাক্কালে বীরভূম জেলা পুলিশের উদ্যোগে জেলার প্রতিটি থানা এলাকা সহ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতেও চলছে জোরকদমে নাকা চেকিং।সেইরূপ সোমবার রাত্রি দশটা নাগাদ লোকপুর থানার এএসআই প্রশান্ত রায় ও পুলিশ বাহিনী বারাবন জঙ্গল মোড়ে নাকা চেকিং করার সময় একটা মারুতি অমনি ভ্যান পুলিশকে দেখা মাত্রই গাড়ি ছেড়ে চালক গা ঢাকা দেয় জঙ্গলের মধ্যে।পুলিশ গাড়ির কাছে গিয়ে দেখতে পান যে, মারুতির ভেতরে যাত্রীর পরিবর্তে রয়েছে অবৈধ কাঁচা কয়লা।

জানা যায় গাড়িটি লোকপুর থানার সীমান্তবর্তী ঝাড়খন্ড রাজ্যের দিক থেকে আসছিল এবং লোকপুর থানা এলাকার মধ্য দিয়ে কয়লা পাচারের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করছিল বলে মনে করা হচ্ছে। বাজেয়াপ্ত গাড়ির মধ্যে প্রায় ১০ কুইন্টাল অবৈধ কাঁচা কয়লা উদ্ধার হয় ও মারুতি অমনি ভ্যানটাকে আটক করে থানায় আনা হয়।

الدعوة
দাওয়াত

- মুহাম্মদ সা.-এর অনন্য বৈশিষ্ট্য
- প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হওয়া ইসলামের আদর্শ
- যে কারণে রাসুল সা. শাবান মাসে বেশি রোজা রাখতেন
- ধারাবাহিক: মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

মুহাম্মদ সা.-এর অনন্য বৈশিষ্ট্য

প্রিয় নবীজি সা.-কে আল্লাহ তাআলা এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন, যা অন্য কোনো নবীকে দেননি। নিম্নে আমরা বিশ্বনবী সা.-এর কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

১. নবীদের কাছ থেকে ওয়াদা গ্রহণ

আল্লাহ তাআলা সব নবী থেকে ওয়াদা নিয়েছেন যে বিশ্বনবী সা. যদি আগমন করেন তাহলে তাঁরা তাঁকে সত্যায়ন করবেন। ইরশাদ হয়েছে, ‘এবং (তাদেরকে সেই সময়ের কথা স্মরণ করাও) যখন আল্লাহ নবীদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, আমি যদি তোমাদের কিতাব ও হিকমত দান করি, তারপর তোমাদের কাছে কোনো রাসূল আগমন করে, যে তোমাদের কাছে যে কিতাব আছে তার সমর্থন করে, তবে তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তার সাহায্য করবে।

আল্লাহ (সেই নবীদের) বলেছিলেন, তোমরা কি এ কথা স্বীকার করছ এবং আমার পক্ষ থেকে প্রদত্ত এই দায়িত্ব গ্রহণ করছ? তারা বলেছিল, আমরা স্বীকার করছি। আল্লাহ বলেন, তবে তোমরা (একে অন্যের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে) সাক্ষী থাকো এবং আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী থাকলাম।’(সূরা : আলে-ইমরান, আয়াত : ৮১)

২. বাইতুল মাকদিসে ইমামতি

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, ...তারপর (মিরাজের সময় বাইতুল মাকদিসে) নামাজের সময় হলো, আমি তাঁদের (নবীদের) ইমামতি করলাম...। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৩২৭)

৩. আগে-পরের সব গুনাহ মাফ

স্পষ্ট ঘোষণার মাধ্যেমে প্রিয় নবীজির আগে-পরের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ‘(হে রাসূল!) নিশ্চয়ই আমি তোমাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি, যাতে আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের সব ত্রুটি ক্ষমা করেন, তোমার প্রতি তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করেন এবং তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।’ (সূরা : আল-ফাতহ, আয়াত : ১ ও ২)

অন্য কোনো নবীর ব্যাপারে এভাবে স্পষ্ট কোনো বর্ণনা নেই যে তাঁদের আগের এবং পরের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে। তবে নবীরা মাসুম এ কথা সত্য ও শিরোধার্য।

৪. পুরো জগতের নবী

আমাদের নবীজি সা.-কে পুরো বিশ্বের জন্য নবী বানিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং তিনি ছিলেন জিন, মানুষসহ সবার নবী।

আর অন্য নবীদের পাঠিয়েছেন এলাকাভিত্তিক। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘এবং (হে নবী!) আমি তোমাকে সব মানুষের জন্য একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ বুঝছে না।’ (সূরা : সাবা, আয়াত : ২৮)

৫. তিনি সর্বশেষ নবী ও রাসূল

ইরশাদ হয়েছে, ‘(হে মুমিনরা!) মুহাম্মদ সা. তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয়, কিন্তু সে আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের মধ্যে সর্বশেষ। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত।’ (সূরা : আহজাব, আয়াত : ৪০)

৬. রাসূলের জীবন নিয়ে আল্লাহর শপথ

আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারিমে রাসূলের হায়াত নিয়ে শপথ করেছেন।

এটি আমাদের নবীর সঙ্গে সীমাবদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘(হে নবী!) তোমার জীবনের শপথ! প্রকৃতপক্ষে ওই সব লোক নিজেদের মত্ততায় বুঁদ হয়ে গিয়েছিল।’ (সূরা : হিজর, আয়াত : ৭২)

৭. কোরআনে রাসূল বলে সম্বোধন

কোরআনে আল্লাহ তাআলা নবীজিকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বলে সম্বোধন করেছেন, অথচ অন্য নবীদের ক্ষেত্রে সরাসরি নাম বলে সম্বোধন করেছেন; এটি প্রিয় নবী সা.-এর সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে রাসূল! তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা কিছু নাজিল করা হয়েছে, তা প্রচার করো। যদি (তা) না করো, তবে (তার অর্থ হবে) তুমি আল্লাহর বার্তা পৌঁছালে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষের (ষড়যন্ত্র) থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।’ (সূরা : মায়েদা, আয়াত : ৬৭)

আর যেখানে নবীজি সা.-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে রাসূলকে সম্বোধন করে কোনো কিছু বলা হয়নি বা আদেশ করা হয়নি। বরং রাসূলের নাম হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ অন্য নবীদের নাম উল্লেখ করে আদেশ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, ‘(আমি তাকে বললাম), হে ইবরাহিম! এ বিষয়টা যেতে দাও। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের হুকুম এসে পড়েছে এবং তাদের ওপর এমন শাস্তি আসবেই, যা কেউ প্রতিহত করতে পারবে না।’ (সূরা : হুদ, আয়াত : ৭৬)

৮. সংক্ষিপ্ত ও বিশদ অর্থবহ বাণীর বাহক

নবীজি সা.-এর অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাসূলকে অল্প কথায় অধিক অর্থসম্পন্ন কথা বোঝানোর বিশেষ যোগ্যতা দান করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আমাকে ছয়টি জিনিস দ্বারা অন্য নবীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। আমাকে ব্যাপক তথ্যপূর্ণ ও অর্থবহ বাণী দান করা হয়েছে...। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১০৫০)

৯. ধনভাণ্ডারের চাবি

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, একবার আমি নিদ্রায় ছিলাম, এমতাবস্থায় পৃথিবীর ধনভাণ্ডারগুলোর চাবি আমার হাতে অর্পণ করা হয়। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৭৬৯)

১০. সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, জিবরাইল (আ.) নবী সা.-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলেন, ইত্যবসরে ওপরের দিকে তিনি একটি আওয়াজ শুনতে পেয়ে নিজের মাথা তুললেন এবং বললেন, এটি আসমানের একটি দরজা, যা আজই খুলে দেওয়া হলো; আজকের দিন ব্যতীত কখনো তা খোলা হয়নি। তখন সে দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা অবতরণ করলেন। তিনি বলেন, ইনি একজন ফেরেশতা, যিনি পৃথিবীতে অবতরণ করলেন, আজ ছাড়া অন্য কখনো তিনি অবতরণ করেননি। এরপর উক্ত ফেরেশতা সালাম করে বললেন, দুটি নুরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যা আপনাকে দেওয়া হয়েছে এবং যা আপনার আগে আর কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি। তা হলো সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার শেষাংশ। এ দুটির যেকোনো হরফ আপনি পাঠ করবেন, তা আপনাকে দিয়েই দেওয়া হবে (এতে যে দোয়ার বিষয়বস্তু আছে তা কবুল করা হবে)। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৭৫০)

১১. মহানবীর পাঁচ অনন্য বৈশিষ্ট্য

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় প্রদান করা হয়েছে, যা আমার আগে কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি। ১. আমাকে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে, যা এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত অনুভূত হয়। ২. সব জমিন আমার জন্য নামাজ আদায়ের স্থান ও পবিত্রতা অর্জনের উপায় করা হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের যে কেউ যেখানে নামাজের ওয়াক্ত হয় (সেখানেই) যেন নামাজ আদায় করে নেয়। ৩. আমার জন্য গনিমত হালাল করা হয়েছে। ৪. অন্যান্য নবী নিজেদের বিশেষ গোত্রের প্রতি প্রেরিত হতেন আর আমাকে সব মানবের প্রতি পাঠানো হয়েছে। ৫. আমাকে (ব্যাপক) শাফাআতের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৪২৫)

১২. রাসূলের কাছে উম্মতের দরুদ উপস্থাপন

আউস ইবনে আউস (রা.) সূত্রে নবী সা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের সব দিনের মধ্যে পরমোত্কৃষ্ট দিন হলো জুমার দিন, সেদিন আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেদিনই তাঁর ওফাত হয়, সেদিনই দ্বিতীয়বার শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং সেদিনই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে।

অতএব, তোমরা আমার ওপর বেশি বেশি দরুদ পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার কাছে পেশ করা হয়। তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে আমাদের দরুদ আপনার কাছে পেশ করা হবে। যেহেতু আপনি (একসময়) ওফাত পেয়ে যাবেন- অর্থাৎ তাঁরা বললেন, আপনার দেহ মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা জমিনের জন্য নবীদের দেহ গ্রাস করা হারাম করে দিয়েছেন। (সুনানে নাসায়ি) হাদিস : ১৩৭৪)

১৩. রাসূলের রওজা জান্নাতের টুকরা

আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী সা. বলেছেন, আমার ঘর ও আমার মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানটি হলো জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান। (জামে তিরমিজি, হাদিস : ৩৯১৬)

মানুষের প্রতি আচরণের নির্দেশনা আছে সূরা হুজুরাতে

ফেরদৌস ফয়সাল

সূরা হুজুরাত পবিত্র কোরআনের ৪৯তম সূরা। হুজুরাত মানে অন্দরমহল। সূরাটি মদিনায় অবতীর্ণ। এর ২ রুকু, ১৮ আয়াত। এই সূরার তিন অংশ: ১. রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাসীদের ব্যবহার, ২. মুমিনদের বৈশিষ্ট্য, এবং ৩. আল্লাহর রাসূল সা.-কে প্রকৃত মর্যাদা প্রদান।

সূরাটির প্রথম অংশে রাসূলের প্রতি মুমিনদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত এবং না করলে তার দুর্ভাগ্যজনক পরিণামের বর্ণনা করা হয়েছে। আবার রাসূলের প্রতি যথাযোগ্য আচরণের সুফলের বর্ণনাও এতে করা হয়েছে।

সূরার দ্বিতীয় অংশে মুমিনদের বৈশিষ্ট্য এবং অন্য মুমিন ও মানুষের সঙ্গে মুমিনদের আচরণ, আর তা না করার পরিণাম সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অংশে এসে সূরাটি পরিণতিতে পোঁছেছে। আল্লাহর রাসূল সা.-কে প্রকৃত মর্যাদা দিয়ে আর তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে মুমিনদের নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে আল্লাহর পুরস্কারের কথা এসেছে। সূরাটি শেষ হয়েছে আল্লাহর মহত্ব প্রকাশ করে।

এই সূরায় অসত্য, মিথ্যা, সন্দেহ উদ্রেককারী, গুজব বা শত্রুতার সৃষ্টি হয়—এমন কিছুর প্রচার থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। সংবাদ যাচাই না করে গুজব ছড়ানো ভয়াবহ পাপ। আল্লাহ বলেছেন, ‘হে মুসলমানরা, যদি কোনো পাপাচারী লোক কোনো খবর নিয়ে আসে, তাহলে তা যাচাই করে দেখবে যেন অজ্ঞতাবশত কোনো জাতির ওপর আক্রমণ করা না হয়। এমন কাজ করলে তোমাদের নিজেদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনুতাপ করতে হবে।’ (সূরা হুজুরাত, আয়াত: ৬)

রাসূল সা.-ও বলেছেন, ‘সব শোনা কথা (যাচাই-বাছাই করা ছাড়া) বলা কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।’ (আবু দাউদ, হাদিস: ৪৯৯২)

আল্লাহ সূরা হুজুরাতে সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করে বা সমাজ-জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন: ১. উপহাস করা, ২. খোঁটা দেওয়া, ৩. মন্দ নামে ডাকা, ৪. অনুমান করা, ৫. দোষ অনুসন্ধান, ও ৬. কুৎসা করা।

যে কারণে রাসূল সা. শাবান মাসে বেশি রোজা রাখতেন

মুহাম্মদ মুনিরুল

দিন-রাতের আবর্তন হলো আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি রহস্যের অনুপম নিদর্শন। এই আবর্তনের মাধ্যমে মানুষ সময়ের হিসাব নির্ধারণ করে। সময় পরিক্রমায় সাত দিনে এক সপ্তাহ, ৩০ দিনে এক মাস এবং ১২ মাসে এক বছর গণনা কর হয়। এই বিভাজিত সময়ের মধ্যে মহান আল্লাহ বিশেষ বিশেষ কিছু সময়ে বিভিন্ন ধরনের ইবাদত নির্ধারণ করেছেন।

যেমন—দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ। শুক্রবার দিন জুমা ফরজ। বছরে এক মাস রোজা ফরজ। ফরজের পাশাপাশি বিশেষ বিশেষ সময়ে কিছু নফল ইবাদত আছে, যা পালন করলে এর প্রতিদান অন্য সময়ের চেয়ে বহুগুণ বেড়ে যায়। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও পুরস্কারপ্রাপ্তির সময়গুলো বারবার আমাদের সামনে ঘুরে-ফিরে আসে। বুদ্ধিমান মুমিন এই সময়গুলোকে কাজে লাগায়। শাবান মাস এ ধরনের নফল ইবাদতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস। শাবান মাসের আগমনে মুসলিম হৃদয়ে আনন্দ ও খুশির অনুভূতি তৈরি হয়। কেননা শাবান মাসের পরই আগমন ঘটে মুমিনের অত্যন্ত প্রিয় পবিত্র রমজান মাসের। এ মাস থেকেই চরম উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে মুসলমানরা রমজানের প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে।

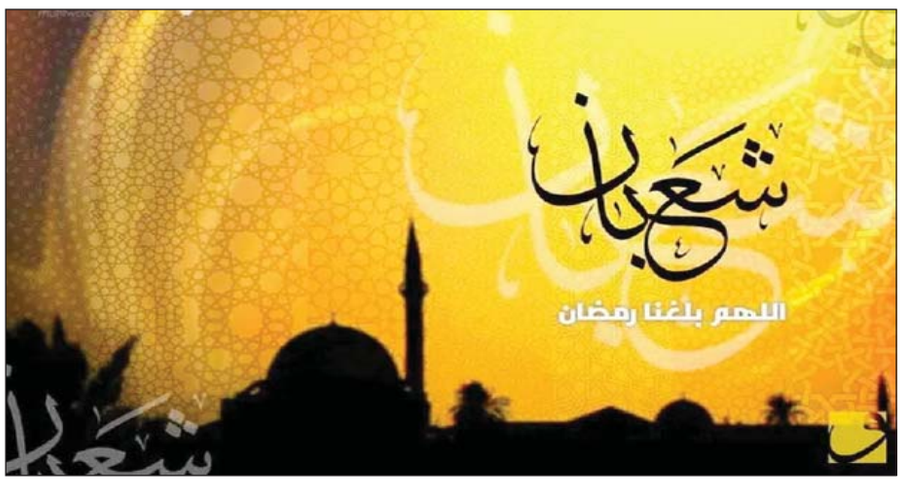

১. শাবান মাসের নামকরণ

চান্দ্র মাসের অষ্টম মাসের নাম হলো শাবান। এর বহুবচন হলো শাবানাত। এর দুটি অর্থ হতে পারে।

একটি হলো বিভক্ত হওয়া বা বিচ্ছিন্ন হওয়া। অপরটি হলো শাখা-প্রশাখা। রজব মাসের পর আরবের লোকেরা পৃথক হয়ে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে যেত বলে এই মাসের নাম শাবান।

আবার কারো মতে, আরবের লোকেরা পানি অনুসন্ধানের জন্য বিভক্ত হয়ে বের হতো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত বলে একে শাবান বলা হয়। শাবান হলো রজব ও রমজানের মাঝামাঝি এবং উভয় মাসের পার্থক্যকারী। আনাস (রা.) বলেন, এই মাসের নাম শাবান রাখার কারণ হলো এই মাসে রোজা পালনকারীরা শাখা-প্রশাখার মতো বেশি বেশি সওয়াবপ্রাপ্ত হয়। (মা সাবাতা বিস সুন্নাহ : ১৮৮)

২. বেশি বেশি নফল রোজা পালন করা

শাবান মাসে রাসূলুল্লাহ সা. বেশির ভাগ দিনে রোজা পালন করতেন। উসামা বিন জায়েদ (রা.) বলেন, আমি প্রিয় রাসূল সা.-কে জিজ্ঞেস করেছি, হে আল্লাহর রাসূল, শাবান মাসে আপনি যেভাবে রোজা রাখেন, সেভাবে অন্য কোনো মাসে রোজা রাখতে আপনাকে দেখিনি। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, রমজান ও রজবের মধ্যবর্তী এই মাসের ব্যাপারে মানুষ উদাসীন থাকে। এটা এমন এক মাস, যে মাসে বান্দার আমলকে বিশ্বজগতের রব আল্লাহর কাছে পেশ করা হয়। আমি চাই, আল্লাহর কাছে আমার আমল এমন অবস্থায় পেশ করা হোক, যখন আমি রোজাদার। (নাসাঈ, হাদিস : ২৩৫৭)

আয়েশা (রা.) বলেন, আমি রাসূল সা.-কে এ মাসের তুলনায় অন্য কোনো মাসে এত বেশি রোজা রাখতে দেখিনি। এমনকি রাসূলুল্লাহ সা. কয়েকটি দিন ছাড়া প্রায় পুরো শাবান মাসই রোজা পালন করতেন। (মুসলিম : ১১৫৬)

৩. বান্দার আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়

সাধারণত বান্দার আমল আল্লাহর কাছে তিনভাবে উপস্থাপন করা হয়। প্রথমত, প্রতিদিনকার আমল প্রতিদিন; দ্বিতীয়ত, প্রতি সপ্তাহে এবং তৃতীয়ত, বৎসরে একবার আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। দৈনিক আমল প্রতিদিন ফজর ও আসরের নামাজের সময় আল্লাহর কাছে বান্দার আমল পেশ করা হয়। ওই সময়ে ফেরেশতাদের দায়িত্ব পরিবর্তন হয়। সাপ্তাহিক বলতে প্রতি বৃহস্পতিবার আল্লাহর কাছে বান্দার আমল পেশ করা হয়। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি প্রিয় রাসূল সা.-কে বলতে শুনেছি, প্রতি বৃহস্পতিবার জুমার রাতে বনি আদমের আমল আল্লাহর কাছে পেশ করা হয়। কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এমন ব্যক্তির আমল কবুল হয় না। (মুসনাদে আহমদ)

৪. বেশি বেশি দান সাদকা করা

আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, প্রিয় নবীজির সাহাবায়ে কেরাম শাবান মাসের চাঁদ দেখলে বেশি বেশি কোরআন তিলাওয়াতে মশগুল হয়ে পড়তেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যাঁদের ওপর জাকাত ফরজ হয়েছে, তাঁরা মালের জাকাত আদায় করে দিতেন। যাতে গরিব ও অসহায় মুসলমানদের রোজা রাখার ব্যবস্থা হয়ে যায়। বিচারকরা কয়েদিদের ডেকে শাস্তির হকদার হলে শাস্তি দিতেন, না হয় মুক্তি দিয়ে দিতেন। (লাতায়েফুল মায়ারেফ : ১/২২১)

৫. শাবান মাসের মধ্য রজনীতে গুনাহ মাফের সুসংবাদ

শাবানের মধ্য রজনীকে বলা হয় ‘লাইলাতুল বরাত’ বা ভাগ্য রজনী। এটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি রাত। এ রাতে আল্লাহ তাআলা বান্দার পাপরাজি ক্ষমা করে দেন, দুনিয়া ও আখিরাতের নিয়ামত দিয়ে ধন্য করেন। মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) বলেন রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আল্লাহ তাআলা অর্ধ-শাবানের রাতে সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী ছাড়া আর সবাইকে মাফ করে দেন। (সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস : ৫৬৬৫)

৬. রমজানের পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করা

প্রিয় নবীজি সা. পবিত্র রজব ও শাবানে রমজানের পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। এবং মানসিকভাবে তৈরি হতেন। এ কারণেই তিনি পবিত্র শাবানের দিন ও তারিখ গুরুত্ব সহকারে হিসাব রাখতেন। আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সা. শাবান মাসের তারিখ এতটাই মনে রাখতেন, যতটা অন্য মাসের তারিখ মনে রাখতেন না। শাবানের ২৯ তারিখ চাঁদ দেখা গেলে পরের দিন রমজানের রোজা রাখতেন। আর সেই দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে শাবান ৩০তম দিন পূর্ণ করে রমজানের রোজা শুরু করতেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ২৩২৭)

সুতরাং পবিত্র শাবান মাসের দিন-তারিখের হিসাব রাখাটা প্রিয় নবীজির সুন্নত এবং মুমিনের জন্য কল্যাণকর।

৭. আগের কাজা রোজা আদায় করা

ইসলামী শরিয়তের বিধানের আলোকে বিগত রমজানের রোজা যাদের কাজা আছে, তাদের আসন্ন রমজান শুরু হওয়ার আগেই কাজাগুলো আদায় করে দিতে হবে। কেননা শরিয়তসম্মত ওজর বা বৈধ কারণ ছাড়া কাজা রোজা আদায়ে বিলম্ব করা উচিত নয়। আয়েশা (রা.) বলেন, আমার ওপর রমজানের যেসব কাজা রোজা থাকত, সেগুলো শাবান মাসের ভেতরে আদায় করে ফেলতাম। (মুসলিম, হাদিস : ১১৪৬)

৮. শাবান মাসে রমজানের প্রস্তুতি

রমজানের রোজা যেহেতু বছরে একবার আসে সেহেতু তার বিধি-বিধানগুলো অনেকের কাছে স্মরণ নাও থাকতে পারে। তাই শাবান মাসে আমাদের করণীয় হলো, রমজানের বিধি-বিধান জেনে নেওয়া। যাতে রমজানের নিয়ামত আমাদের হাতছাড়া হয়ে না যায়। শাবান মাসে বেশি বেশি নফল নামাজ, তাওবা, ইস্তিগফার, কোরআন তিলাওয়াত ও জিকিরে নিয়োজিত থাকা উত্তম। সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের উচিত শাবান মাসকে ইবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে অতিবাহিত করা এবং রমজানের পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

সূরা আহকাফের সারকথা

ফয়সাল

সূরা আহকাফ পবিত্র কোরআনের ৪৬তম সূরা। সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। এর রুকু ৪, আয়াত ৩৫। এই সূরায় আল্লাহর কাছ থেকে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার ঘোষণা দিয়ে একত্ববাদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে শিরকের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে।

মক্কায় অবতীর্ণ ৩৫ আয়াতবিশিষ্ট সূরা আহকাফে আল্লাহর একত্ববাদ, মুহাম্মদ সা.-এর রিসালাত ও আখিরাত, মক্কার অবিশ্বাসীদের গোমরাহ, জিদ, গর্ব ও অহংকার, গোমরাহির ফলাফল সম্পর্কে কাফিরদের সতর্কবার্তা, মা-বাবার অনুগত বিশ্বাসী সন্তান এবং মা-বাবার অবাধ্য সন্তানের বিবরণ রয়েছে। আদ জাতি এবং তাদের ধ্বংসের ঘটনা, নবী করিম সা.-এর মুখে কোরআন শুনে জিনদের মুগ্ধ হওয়ার কাহিনির বর্ণনা রয়েছে।

এক ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করে এবং তার পিতামাতার আহ্বান শোনে না। কোরআনে বলা হয়েছে, 'এমন লোক আছে যে তার পিতামাতাকে বলে, তোমরা কি আমাকে ভয় দেখাতে চাও যে আমাকে আবার ওঠানো হবে, যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ শেষ হয়েছে আর তাদেরকে আবার ওঠানো হয়নি? তখন তার পিতামাতা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলে, দুর্ভোগ তোমার জন্য, বিশ্বাস করো আল্লাহর কথাই সত্য। কিন্তু সে বলে, এ তো সেকালের উপকথা ছাড়া কিছুই নয়।' (আয়াত: ১৭)

সবাইকে আসমান ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে ভাবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কেউ এ ব্যাপারে চিন্তা করলে সত্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। কোরআনে আছে, 'আকাশ ও পৃথিবী আর উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্টকালের জন্য সৃষ্টি করেছি; কিন্তু অবিশ্বাসীরা তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা অবজ্ঞাভরে অস্বীকার করে।'

'বলো, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে তা দেখাও। অথবা আকাশের সৃষ্টিতে কি তাদের কোনো অংশ আছে। (যদি থাকে) এর সমর্থনে পূর্ববর্তী কোনো কিতাব বা ঐতিহ্যগত কোনো জ্ঞান থাকলে তোমরা তা উপস্থিত করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' (আয়াত: ৩, ৪)

আদ জাতি আল্লাহর নির্দেশ প্রত্যাখ্যান এবং আল্লাহর সঙ্গে কুফুরি করে সেই বিবরণ কোরআনে এসেছে, 'স্মরণ করো আদদের ভাই হুদের কথা, যার আগে ও পরে সতর্ককারীরা এসেছিল, সে তার আহকাফবাসী সম্প্রদায়কে এ বলে সতর্ক করেছিল, আল্লাহ ছাড়া কারও উপাসনা কোরো না। তোমাদের জন্য আমার মহাদিনের শাস্তির ভয় হয়।'

'তারা বলেছিল, তুমি কি আমাদের দেবদেবীদের পূজা থেকে আমাদেরকে বিরত করতে এসেছ? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে এসো।'

তিন ধরনের দান-সদকায় ইসলামের উৎসাহ

সফিউল্লাহ

সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ গরিব ও বিপদগ্রস্ত মানুষ। তাদের দান-সদকা, সাহায্য-সহযোগিতা করা ইসলামে অন্যতম ইবাদত। আল্লাহ তাআলা বলেন : 'যারা রাতে-দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের মাল-সম্পদ খরচ করে, তাদের জন্য তাদের রবের কাছে বদলা আছে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।' (সূরা : বাকারাহ, আয়াত : ২৭৪)

প্রিয় বস্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'তোমরা কিছুতেই পুণ্যের নাগাল পাবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে (আল্লাহর জন্য) ব্যয় করবে। তোমরা যা কিছুই ব্যয় করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।' (সূরা : আলে ইমরান, আয়াত : ৯২)

ইসলামে দান-সদকা তিন ভাগে বিভক্ত

১. একটি সদকা হলো কিছু শর্তের ভিত্তিতে মুসলমানের সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফরজ। এমন সদকার নাম হলো জাকাত, যা বছরে একবার সাড়ে ৫২ তোলা রুপা বা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মালিক অথবা এ পরিমাণ স্বর্ণ-রুপার মূল্যের মালিকের ওপর তিন শর্তে আবশ্যক হয়।

তিনটি শর্ত হলো–প্রয়োজন অতিরিক্ত হওয়া, বর্ধনশীল সম্পদ হওয়া, নিসাব পরিমাণ সম্পদে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া।

২. সাধারণ সদকা : এটা ঐচ্ছিক। সাধারণ সদকা হলো অভাবীদের টাকা-পয়সা, কাপড়চোপড়, খাবারদাবার দান করা।

বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা, পথ হারাকে পথ দেখিয়ে দেওয়া, অসুস্থের সেবা করা, মাজলুমকে সাহায্য করা ইত্যাদি।

এমনকি স্ত্রীর মুখে যে লোকমা তুলে দেওয়া হয় সেটাও সদকা।

৩. সদকায়ে জারিয়া : এটা হলো যার কল্যাণ স্থায়ী হয়। এর সর্বাগ্রে হলো ইলমে দ্বিন শিক্ষা দেওয়া, বই-পুস্তক রচনা করে, ওয়াজ-নসিহত করে মানবজাতির কাছে ইলমে দ্বিন পৌঁছে দেওয়া।

মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানা, মুসাফিরখানা, সরাইখানা, রাস্তা-ঘাট সেতু-পুকুর ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজে দান করা।

নেক সন্তান পৃথিবীতে রেখে যাওয়া।

দান-সদকা ধনীদের সম্পদে গরিবের অধিকার। আল্লাহ বলেন, 'এবং তাদের সম্পদে নির্দিষ্ট হক আছে। ভিক্ষুক এবং বঞ্চিত (অভাবী অথচ লজ্জায় কারো কাছে হাত পাতে না) সবার হক আছে।' (সূরা : মাআরিজ, আয়াত : ২৪-২৫)

মানুষের মধ্যে গুনাহের প্রবণতা আছে। মানুষ গুনাহ করলে আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত হন। তখন তার ওপর বিপদ-আপদ আসে। দান- সদকা করলে রাব্বুল আলামিনের ক্রোধ থেমে যায়। তখন বিপদ-আপদ দূর হয়ে জীবনের নানা সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, দান-খয়রাত আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি কমিয়ে দেয় এবং অপমানজনক মৃত্যু রোধ করে। (জামে তিরমিজি, হাদিস : ৬৬৪)

মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

হেশাম আল-আওয়াদি

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

অনেক পরে, ট্রেঞ্চ যুদ্ধ ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একটি সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। আরবরা অবশ্য তাদের যুদ্ধে পরিখা দেখেননি যতক্ষণ না মুহাম্মদ সা:-এর একজন অনুসারী সালমান পারসি এই ধারণাটির প্রস্তাব করেন।

মুহাম্মদ সা: এই প্রস্তাবে সম্মত হন এবং মুসলমানরা তিন কিলোমিটার দৈর্ঘ্য সাত মিটার চওড়া এবং তিন মিটার গভীর পরিখা খনন করেন।

সিদ্ধান্তমূলক হন : পরিখা খনন করা ছিল কঠিন শ্রমসাধ্য কাজ, বিশেষ করে যেহেতু সে সময়টা মদিনাবাসীদের পক্ষে ছিল না। আবহাওয়া ঠাণ্ডা ছিল (মার্চ), কিন্তু মুহাম্মদ সা: পরিখা খননের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যান। আপনার সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকুন এবং সিদ্ধান্তহীনতার কারণে একটি সুযোগকে হাতছাড়া হতে দেবেন না। আপনার কাছে অনেক বিকল্প থাকতে পারে, তবে সময় হতে পারে কম। তথ্য সংগ্রহ করুন, একটি সময়সূচি রাখুন, আপনার প্রবৃত্তি আপনার সিদ্ধান্তের সাথে একমত কি না তা দেখতে একটি পরীক্ষা করুন এবং আল্লাহর ওপর আপনার নির্ভরতা রাখুন।

অনুপ্রাণিত করুন : যে নেতারা এ ধরনের প্রতিকূলতার মুখে হাসি এবং কৌতুক করেন তারা তাদের সৈন্যদের উত্তেজনা পরিত্যাগ করেন- তারা আত্মবিশ্বাসের বিকিরণ করেন। প্রকৃতপক্ষে, পরিখা খননের কাজটি মদিনার বেশির ভাগ লোকের কাছে আকর্ষণীয় ছিল না। আরবরা খোলামেলা যুদ্ধে গর্ববোধ করে এবং পরিখা খননের দুঃসাধ্য কাজকে অপছন্দ করত। মুহাম্মদ সা: মদিনাবাসীদের সর্বত্র অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং তারা মাত্র ছয় দিনে তিন কিলোমিটার পরিখা খনন শেষ করে।

জড়িত হোন : মুহাম্মদ সা: ১০ জনের প্রতিটি দলকে ৩০ মিটার পরিখা খনন করতে বলেছিলেন এবং নিজে এই কাজে যোগ দেন। আল-বুখারি কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস অনুসারে, একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন- 'আমি তাঁকে পরিখা থেকে ময়লা নিয়ে যেতে দেখেছি এবং ময়লা তাঁকে পেট পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছে।' আপনার সন্তানরা যা করছে তাতে যোগ দিন এবং আপনার কর্মীদের তাদের কাজের ভার হালকা করতে সাহায্য করুন। সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করুন : সালমান পার্সি একটি পরিখা খননের প্রস্তাবের কথা বলতেন না যদি নবী সা: চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পরিবেশ গড়ে না তুলতেন। সালমানের ধারণাকে কেউই উপহাস করেনি, যতটা বিদেশী মনে হয়েছে।

বিপরীতে, তার প্রস্তাবটি উৎসাহের সাথে গৃহীত হয়েছিল, এর গ্রহণযোগ্যতা ও ত্রুটিগুলোর জন্য গুরুতরভাবে বিতর্কিত হয় এবং অবশেষে তা গৃহীত হয়। উপহাস করার পরিবর্তে, সালমান ফার্সির সৃজনশীল সমাধানের জন্য নবী সা: এবং অন্যরা তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। আপনার পরিবেশের মধ্যে সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার জন্য, দুর্বলতাগুলোতে ফোকাস না করে একটি প্রস্তাবের শক্তির দিকের বিকাশ শুরু করুন।

(ক্রমশ...)

প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হওয়া ইসলামের আদর্শ

রফিকুল ইসলাম

উদার মানবতা ও পরম সহিষ্ণুতার ধর্ম ইসলাম। মা-বাবা, স্বজন-পরিজন এবং সমাজের সর্বস্তরে মানুষের সঙ্গে ইসলাম মানবতার শিক্ষা দেয়। মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান সব শ্রেণির প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণ, সহিষ্ণুতা ও সহযোগিতার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। মহান প্রভু আল কোরআনে তাঁর ইবাদতের নির্দেশ প্রদান করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আচার-আচরণের ক্ষেত্রে উদারতা অবলম্বনের প্রতি আহ্বান করেছেন। তিনি ঘোষণা করেন, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং কোনো কিছুকে তাঁর শরিক করবে না, আর মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-অহংকারীকে।' (সুরা আন নিসা আয়াত ৩৬)। মহানবী সা. প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষার প্রতি অনেক গুরুত্বারোপ করেছেন। প্রতিবেশীর প্রতি সদয় আচরণ করাকে তিনি প্রতিটি ইমানদারের একান্ত অপরিহার্য দায়িত্ব হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তিনি ফরমান, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমান রাখে সে যেন উত্তম বলে অথবা চুপ থাকে। আর যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীর সঙ্গে সদয় আচরণ করে এবং যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমান রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে।' (মুসলিম)। অন্যত্র তিনি বলেন, 'ওই ব্যক্তি মুমিন নয় যে পেট ভরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।' (বায়হাকি)। রসুলুল্লাহ সা. আরও বলেন, 'কসম ওই ব্যক্তি মুমিন নয়। কসম ওই ব্যক্তি মুমিন নয়। কসম ওই ব্যক্তি মুমিন নয়। যার অনিষ্টতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।' (বুখারি, মুসলিম)। অন্য হাদিসে রসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'যে ব্যক্তির কাছে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (মুসলিম)। রসুলুল্লাহর সা. কাছে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো, সে ব্যক্তি নামাজ, রোজা ও দান-অনুদানের ক্ষেত্রে অনেক প্রসিদ্ধ। কিন্তু সে তার কথার মাধ্যমে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তার ব্যাপারে রসুলুল্লাহ সা. বললেন, 'সে জাহান্নামি'। (আহমদ, বায়হাকি)। মহানবী সা. বলেন, 'জিবরাইল (আ.) প্রতিবেশীর ব্যাপারে এমনভাবে প্রতিনিয়ত গুরুত্বারোপ করছিলেন, আমার ধারণা হচ্ছিল যে হয়তো প্রতিবেশীকে সম্পদে উত্তরাধিকার করা হবে।' (বুখারি, মুসলিম)।

কোরআন-সুন্নাহর আলোকে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়ার পরিণাম অনেক ভয়াবহ। ইসলামের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর প্রতি বিপদাপদে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করবে, কেউ ক্ষুধার্ত থাকলে যথাসাধ্য তার খাবারের ব্যবস্থা করবে, অসুস্থ হলে চিকিৎসা ও সেবা-যত্নে এগিয়ে যাবে, নিজেদের বিশেষ উৎসব ও খানাপিনায় সাধ্যানুসারে অংশীদার করবে, শরিয়ত -বহির্ভূত কোনো কাজে জড়িত হওয়ার আশঙ্কা না হলে প্রতিবেশীর দাওয়াত গ্রহণ করবে এবং পরস্পর দোষচর্চা, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতর, ঝগড়া-বিবাদ ও হানাহানি বর্জন করবে, ইত্যাদি হলো প্রতিবেশীর প্রতি অন্য প্রতিবেশীর অন্যতম অধিকার এবং সদয় আচরণের বহিঃপ্রকাশ।

আল্লাহতায়ালা মুসলিম উম্মাহসহ সবাইকে প্রতিবেশীর যথাযথ অধিকার আদায়ের তৌফিক দান করুন। বিভেদ, মতভেদ ও সব অনীহা ভুলে উদারতা ও সহনশীলতার সেতুবন্ধ সুদৃঢ় করার পথে এগিয়ে যেতে সহযোগিতা করুন।

মুমিনের ঘুম যখন সওয়াবের কাজ

হাবিবা আক্তার

সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের জন্য পর্যাপ্ত ঘুম অপরিহার্য। নিদ্রাহীনতা এক প্রকারের শারীরিক অসুস্থতা, যা মানবদেহে বহু রোগব্যাধির জন্ম দেয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ঘুমকে তাঁর অনুগ্রহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সা. দ্রুত সময়ে রাতে ঘুমিয়ে যেতে বলেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন, 'আর আমি তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী।

রাত্রিকে করেছি আবরণ।' (সূরা : নাবা, আয়াত : ৯-১০)

মুমিনের ঘুম ইবাদতের অংশ

মুমিন যখন নিয়মানুযায়ী ঘুমায়, তখন তার ঘুম ইবাদতে পরিণত হয়। মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, আমি রাতের প্রথমাংশে শুয়ে পড়ি এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঘুমিয়ে উঠে পড়ি। এরপর আল্লাহ আমাকে যতটুকু তাওফিক দেন তিলাওয়াত করতে থাকি।

এতে আমি আমার ঘুমের অংশকেও সওয়াবের বিষয় বলে মনে করি, যেমন আমার দাঁড়িয়ে তিলাওয়াতকেও সওয়াবের বিষয় বলে মনে করি। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৪৩৪৪)

মুমিন কখন ঘুমাবে

কোরআনে রাতকে ঘুমের সময় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে হাদিসে দিনের বেলা সামান্য সময় বিশ্রামের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় যাকে 'কাইলুলা' বলা হয়।

আল্লাহ বলেন, 'তিনিই স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্য রাত ও দিন করেছেন, যাতে তোমরা তাতে (রাতে) বিশ্রাম গ্রহণ করো ও (দিনে) তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করো এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।' (সূরা : কাসাস, আয়াত : ৭৩)

বিনা প্রয়োজনে রাত-জাগা অপছন্দনীয় : আবু বারজা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এশার আগে ঘুমানো এবং এশার পর অহেতুক আলাপচারিতায় লিপ্ত হওয়া অপছন্দ করতেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৬৮)

মুমিন যেভাবে ঘুমায়

মুমিন তার জীবনের সব ক্ষেত্রে নবীজি সা.-এর সুন্নাহর অনুসরণ করে। আর ঘুমের কতিপয় সুন্নত হলো–

১. ঘুমের আগে অজু করা : রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন নামাজের অজুর মতো অজু করে নাও। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৪৭)

২. ঘুমের আগে বিছানা ঝাড়া : রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন তোমাদের কেউ বিছানায় শয্যা গ্রহণ করতে যায়, সে যেন তার চাদরের ভেতরের দিক দিয়ে নিজ বিছানা ঝেড়ে নেয়। কেননা তার জানা নাই যে বিছানার ওপর তার অনুপস্থিতিতে পীড়াদায়ক কোনো কিছু পড়েছে কি না। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৩২০)

৩. ঘুমের আগে আগুন নিভিয়ে দেওয়া : মহানবী সা. বলেন, তোমরা যখন ঘুমাতে যাবে ঘরে আগুন জ্বেলে রাখবে না। (সহিহ মুসলিম, হাদিস ; ২০১৫)

৪. খাবারের পাত্র ঢেকে রাখা : নবীজি সা. বলেন, তোমরা রাতে বাসনগুলো ঢেকে রাখবে, মশকগুলোর মুখ আটকে রাখবে। কেননা বছরে একটি রাত এমন আছে, যে রাতে মহামারি অবতীর্ণ হয়। যেকোনো খোলা পাত্র এবং বন্ধনহীন মশকের ওপর দিয়ে তা অতিবাহিত হয়, তাতেই সে মহামারি নেমে আসে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৫১৫০)

৫. ঘরবাড়ির দরজা বন্ধ করা : নবীজি সা. বলেন, তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে দরজা বন্ধ করবে। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৩০৪)

৬. ঘুমের আগে দোয়া বা অজিফা পাঠ করা : আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. প্রতি রাতে যখন বিছানায় যেতেন, তখন তিনি সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে দুই হাত একত্র করে তাতে ফুঁক দিতেন। অতঃপর যতদূর সম্ভব সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। মাথা ও মুখ থেকে শুরু করে তাঁর দেহের সম্মুখ ভাগের ওপর হাত বুলাতেন এবং তিনবার তিনি এরূপ করতেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫০১৭)

পাশাপাশি ঘুমানোর আগে ও ঘুম থেকে ওঠে হাদিসে বর্ণিত নির্দিষ্ট দোয়া পড়া।

৭. ডান কাত হয়ে শোয়া : রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন তুমি শোবার বিছানায় যেতে চাও তখন তুমি নামাজের অজুর মতো অজু করো; এরপর ডান পার্শ্বদেশের ওপর কাত হয়ে শুয়ে পড়ো। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭৪৮৮)

আল্লাহ সবাইকে জীবনের সর্বত্র দ্বিন মেনে চলার তাওফিক দিন। আমিন।

৩৪ দলের বিশ্বকাপ বাছাই শুরু কাল

আপনজন ডেস্ক: আগামীকাল কীর্তিপুরে নেপালের মুখোমুখি হবে নামিবিয়া। আইসিসি ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ লিগ টুর এই ম্যাচটি দিয়ে শুরু হচ্ছে ২০২৭ বিশ্বকাপের আনুষ্ঠানিক বাছাইপ্রক্রিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিশ্বকাপে অংশ নেবে ১৪টি দল। এর মধ্যে দুই স্বাগতিক দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়ে বাদে বাকি ১২টি জায়গার জন্য লড়বে ৩৪টি দল।
নামিবিয়া স্বাগতিক হলেও আইসিসির পূর্ণ সদস্যপদ না থাকায় সরাসরি বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পাচ্ছে না। ২০২৭ আসরের আগে আফ্রিকায় সর্বশেষ বিশ্বকাপ হয়েছিল ২০০৩ সালে। সেবারও ১৪টি দল অংশ নিয়েছিল।
স্বাগতিক দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়ের পাশাপাশি আরও ৮টি দল সরাসরি বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলবে না। সে আটটি দল চূড়ান্ত হবে র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে। অর্থাৎ মোট ১০টি দলকে বাছাইপর্ব নামের প্রতিযোগিতায় খেলতে হবে না। বাছাইপর্বের লড়াইটা হবে বাকি চারটি জায়গার জন্য।
এই চার দল চূড়ান্ত হবে কোয়ালিফায়ারের মাধ্যমে। যে কোয়ালিফায়ারে খেলবে ১০ দল। এর মধ্যে দুটি জায়গা আইসিসির পূর্ণ সদস্য দেশের জন্য, যারা স্বাগতিকও নয়, র‍্যাঙ্কিংয়ের সেরা আটের দলও নয়।
কোয়ালিফায়ারের বাকি ৮টি দল ঠিক হবে দুটি লিগের মাধ্যমে। সেই দুটি লিগের একটি আইসিসি ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ লিগ টু (আন্তর্জাতিক ৫০ ওভার ক্রিকেটের দ্বিতীয় স্তর), আরেকটি আইসিসি ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যালেঞ্জ লিগ (তৃতীয় স্তর)। লিগ টুতে খেলবে ৮টি দল, চ্যালেঞ্জ লিগে ১৬টি। আগের বিশ্বকাপ ও বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ফলের ভিত্তিতে দলগুলোকে দুটি লিগে ভাগ করা হয়েছে। লিগ টুতে খেলা ৮টি দল হচ্ছে নেদারল্যান্ডস, নামিবিয়া, নেপাল, ওমান, স্কটল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা। এই দলগুলো ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ২৪টি দ্বিদেশীয় সিরিজ খেলবে। পয়েন্ট তালিকার সেরা চারটি দল জায়গা করবে ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফায়ার বা বিশ্বকাপ বাছাইয়ের চূড়ান্ত পর্বে। বাকি চারটি দল আসবে চ্যালেঞ্জ লিগ থেকে। চ্যালেঞ্জ লিগে ১২ দলের মধ্যে এখন পর্যন্ত জায়গা করেছে ৮টি: পাপুয়া নিউগিনি, জার্সি, ডেনমার্ক, হংকং, কেনিয়া, কাতার, সিঙ্গাপুর ও উগান্ডা। বাকি চার দল আসবে প্লে-অফ থেকে, যে লড়াইয়ে আবার ৮টি দল।
আগামী সপ্তাহে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে শুরু হতে যাওয়া প্লে-অফে খেলবে কুয়েত, বাহরাইন, সৌদি আরব, তানজানিয়া, ইতালি, মালয়েশিয়া, ভানুয়াতি ও বারমুডা।
আইসিসি জানিয়েছে, লিগ টুর আট দলের মধ্যে সেরা চার দল শুধু বিশ্বকাপের চূড়ান্ত বাছাইয়েই জায়গা করবে না, পরবর্তী চক্রের জন্য ওয়ানডে মর্যাদাও পাবে। কিন্তু নিচের দিকের চার দলের মধ্যে অন্তত দুটি চ্যালেঞ্জ লিগে নেমে যাবে এবং বর্তমান চক্রে ওয়ানডে মর্যাদা থাকলে সেটি হারিয়ে ফেলবে।

এক ইনিংসে ৮ ক্যাচ, বিশ্ব রেকর্ডে অ্যালেক্স ক্যারি

আপনজন ডেস্ক: সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বোলাররা বল করছেন আর তা কুইন্সল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদের ব্যাট ছুঁয়ে আশ্রয় নিচ্ছে উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারির গ্লাভসে। আজ অ্যাডিলেডের কারেন রোল্টন ওভালে এমন দৃশ্য দেখা গেল ৮ বার। আর এতেই মার্শ কাপের ম্যাচটিতে লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে ক্যাচ নেওয়ার বিশ্ব রেকর্ড ছুঁয়ে ফেললেন অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলের উইকেটকিপার ক্যারি।
অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া ওয়ানডে টুর্নামেন্ট মার্শ কাপ। সেই টুর্নামেন্টেই আজ কুইন্সল্যান্ডকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে ক্যারির সাউথ অস্ট্রেলিয়া। ক্যারির চুম্বক হয়ে যাওয়া গ্লাভসের সৌজন্যে কুইন্সল্যান্ডকে ২১৮ রানে অলআউট করে লক্ষ্যটা ৪৪.১ ওভারেই পেরিয়ে যায় সাউথ অস্ট্রেলিয়া। দলটির পেসার জর্ডান বাকিংহাম ৪১ রানে পেয়েছেন ৬ উইকেট। বাকিংহামের বলেই ৫টি ক্যাচ নিয়েছেন ক্যারি।
ইতিহাসের তৃতীয় উইকেটকিপার হিসেবে লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে ইনিংসে ৮টি ক্যাচ নিলেন ক্যারি। ১৯৮২ সালে ইংল্যান্ডের বেনসন অ্যান্ড হেজেস কাপে কম্বাইন্ড ইউনিভার্সিটির বিপক্ষে ৮টি ক্যাচ নিয়েছিলেন সমারসেটের ডেরেক টেলর।
১৯ বছর পর ২০০১ সালে ইংল্যান্ডেরই চেল্টেনহাম ও গ্লস্টার ট্রফিতে হার্টফোর্ডশায়ারের বিপক্ষে ৮ ক্যাচ নিয়ে টেলরের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেন উস্টারশায়ারের জেমস পাইপ। এরপর আজ তৃতীয় উইকেটকিপার হিসেবে ক্যারির ৮ ক্যাচ নেওয়ার এই কীর্তি।
প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটেও রেকর্ডটা ৮ ক্যাচের। ইনিংসে সর্বোচ্চ ৮ ক্যাচ নেওয়ার উদাহরণ আছে ১০টি। এ রেকর্ডে আছে বাংলাদেশের এক উইকেটকিপারের নামও। ২০০৫-০৬ মৌসুমের জাতীয় ক্রিকেট লিগে ঢাকা বিভাগের বিপক্ষে এক ইনিংসে ৮টি ক্যাচ নিয়েছিলেন সিলেটের গোলাম মাবুদ।
স্বীকৃত টি-টোয়েন্টির রেকর্ডটা উপুল ফার্নান্ডোর। ২০০৫-০৬ মৌসুমে মুরস স্পোর্টস ক্লাবের বিপক্ষে লঙ্কান ক্রিকেট ক্লাবের এই উইকেটকিপার নেন ৭টি ক্যাচ।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেই শেষ– নিশ্চিত করলেন ওয়ার্নার

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে গতকাল নিজের শেষ আন্তর্জাতিক ইনিংসটি খেলেছেন ডেভিড ওয়ার্নার। এটা তাঁর অবসর পরিকল্পনার অংশ ছিল, তাই বিস্ময়ের কিছু ছিল না। তবে ওয়ার্নার আবারও জানিয়েছেন, তিনি জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলেই অস্ট্রেলিয়ার জার্সি তুলে রাখতে চান।
পার্থে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে গতকাল সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টিতে ৩৭ রানে হেরেছে অস্ট্রেলিয়া। এ ম্যাচে ৮১ রানের ইনিংস খেলেন টেস্ট ও ওয়ানডে ছেড়ে দেওয়া ওয়ার্নার। ২-১ ব্যবধানে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের এই সিরিজে সেরা খেলোয়াড়ও হন তিনি।
ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ওয়ার্নারের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর তিনি অবসর নেবেন কি না? এর উত্তরে অস্ট্রেলিয়ার ৩৭ বছর বয়সী বাঁহাতি ওপেনার বলেছেন, 'হ্যাঁ, আমার ওখানেই শেষ।' ওয়ার্নার এরপর বলেছেন, 'এখন তরুণদের মেলে ধরার সময়। আমাদের প্রচুর প্রতিভাবান খেলোয়াড় আছে।'
গিলক্রিস্ট আরেকটু নিশ্চিত হতে ওয়ার্নারকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তাহলে আমরা কি অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে শেষবারের মতো ডেভিড ওয়ার্নারকে দেখে ফেললাম?' ওয়ার্নারের উত্তর, 'হ্যাঁ, অবশ্যই।'
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা প্রসঙ্গে ওয়ার্নার বলেছেন, 'নিউজিল্যান্ড সিরিজের পর আইপিএলে খেলব এবং তারপর ক্যারিবিয়ানে যাব বিশ্বকাপে খেলতে...সেখানে সীমানা খুব বেশি বড় হবে না।' পাকিস্তানের বিপক্ষে গত জানুয়ারিতে টেস্ট সিরিজ দিয়ে এই সংস্করণে ক্যারিয়ারের ইতি টানেন ওয়ার্নার। তখন ওয়ানডে থেকেও অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তবে এটাও জানিয়ে রেখেছিলেন ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়ার 'প্রয়োজন হলে তাকে পাওয়া যাবে।'
তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে আগামী সপ্তাহে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে নিউজিল্যান্ড সফরে যাবেন ওয়ার্নার। এরপর জুনে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নেবেন। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ক্রিকেটার মাইক হাসি ম্যাচ শেষে বলেছেন, ওয়ার্নারের দেশের মাটিতে শেষ ম্যাচ খেলাটা 'বড় মুহূর্ত'। হাসির ভাষায়, 'আশা করি সে বিশ্বকাপে খেলবে। কারণ, সে এখনো দারুণ ছন্দে আছে এবং ফিটনেসও খুব ভালো।'

চলতি মৌসুমে শীর্ষ লিগে সর্বোচ্চ বেতন পাওয়া খেলোয়াড় কারা

আপনজন ডেস্ক: ফুটবলের সঙ্গে অর্থের নিবিড় যোগ রয়েছে। বিশেষ করে ক্লাব ফুটবলে অর্থই অনেক ক্ষেত্রে সাফল্যের চাবিকাঠি হয়ে উঠেছে। খেলোয়াড়দের ক্লাব বদলানোর পেছনেও বড় ভূমিকা রাখছে অর্থ। যদি সেটা না হতো, তবে অখ্যাত সৌদি প্রো লিগে ফুটবলের মহাতারকারা ভিড় করতেন না। আর অর্থ নিয়ে এমন মাতামাতির কারণে দর্শকেরাও বিষয়টি নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। প্রিয় খেলোয়াড়দের কে কেমন বেতন পান, তা নিয়েও কৌতূহল থাকে তাঁদের।
চলতি মৌসুমে কোন লিগে সপ্তাহে কে সর্বোচ্চ বেতন পান, সেটি ফুটবলারদের ডেটা বিশ্লেষণী প্রতিষ্ঠান 'ক্যাপোলজি'র বরাত দিয়ে তুলে ধরেছে ক্রীড়াভিত্তিক পোর্টাল 'গিভমিস্পোর্ট'। যেখানে ইউরোপের শীর্ষ লিগগুলোর সঙ্গে সৌদি প্রো লিগ এবং মেজর লিগ সকারকে (এমএলএস) অন্তর্ভুক্ত করেছে তারা। এখানে ইউরোপিয়ান শীর্ষ ৫ লিগের সঙ্গে সৌদি লিগ এবং এমএলএসে কারা সর্বোচ্চ বেতন পান, তা তুলে ধরা হলো।

প্রিমিয়ার লিগ, কেভিন ডি ব্রুইনা: ৪ লাখ পাউন্ড
বর্তমান সময়ের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডারদের একজন কেভিন ডি ব্রুইনা। পেপ গার্দিওলার অপ্রতিরোধ্য ম্যানচেস্টার সিটিতে তিনি কাজ করেন 'নিউক্লিয়াস' হিসেবে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রিমিয়ার লিগে সিটির আধিপত্যেও বড় ভূমিকা ছিল ডি ব্রুইনার। গত মৌসুমে সিটির ট্রেবল জয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর। তাই প্রিমিয়ার লিগে ডি ব্রুইনার সর্বোচ্চ বেতনধারী খেলোয়াড় হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বর্তমানে সিটির কাছ থেকে সপ্তাহে ৪ লাখ পাউন্ড বেতন পান ডি ব্রুইনা।

লা লিগা, ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং: ৬ লাখ ১৫ হাজার ৬৮২ পাউন্ড
আয়াক্সে খেলেই মূলত আগমনী বার্তা দেন ডাচ তারকা ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং। ২০১৮ সালে আয়াক্সের চ্যাম্পিয়নস লিগ সেমিফাইনালে খেলাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর। এরপর এই মিডফিল্ডারের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে একাধিক ক্লাব। তবে সবাইকে পেছনে ফেলে ডি ইয়ংকে নিয়ে আসে বার্সেলোনা। যোগ দেওয়ার পর থেকে দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যও হয়ে ওঠেন তিনি। বার্সার কাছ থেকে চোখধাঁধানো বেতনও পাচ্ছেন ডি ইয়ং। সপ্তাহপ্রতি তিনি পান ৬ লাখ ১৫ হাজার ৬৮২ পাউন্ড।

বুন্দেসলিগা, হ্যারি কেইন: ৪ লাখ ১০ হাজার ৪৫৫ পাউন্ড
কেইনকে উচ্চ বেতনও দিচ্ছে বায়ার্ন। সপ্তাহপ্রতি যা ৪ লাখ ১০ হাজার ৪৫৫ পাউন্ড। তাঁর কাছাকাছি বেতন পান কেবল বায়ার্ন গোলরক্ষক ম্যানুয়েল নয়্যার, যিনি সপ্তাহপ্রতি পান ৩ লাখ ৪৪ হাজার ৭৮২ পাউন্ড।

লিগ আঁ, কিলিয়ান এমবাপ্পে: ১১ লাখ ৮২ হাজার ১১০ পাউন্ড
ফরাসি লিগ আঁতে সর্বোচ্চ বেতনধারী খেলোয়াড়টি যে কিলিয়ান এমবাপ্পে হবেন, তা বোধ হয় আলাদা করে না বললেও চলে। ইউরোপিয়ান লিগে সবচেয়ে বেশি বেতন পাওয়া খেলোয়াড়ও এমবাপ্পে। সপ্তাহপ্রতি যিনি প্যারিসের ক্লাবটির কাছ থেকে পান ১১ লাখ ৮২ হাজার ১১০ পাউন্ড। শোনা যাচ্ছে, গ্রীষ্মের দলবদলে রিয়ালে গেলে এই অঙ্ক অনেক নিচে নেমে আসতে পারে।
সিরি 'আ', দুসান ভ্লাহোভিচ: ২ লাখ ১২ হাজার ৭৮০ পাউন্ড
সিরি 'আ'তে সবচেয়ে বেশি বেতন পান দুসান ভ্লাহোভিচ। ফিওরেন্তিনায় আলো ছড়ানোর পর ২০২২ সালে তাঁকে নিয়ে আসে 'তুরিনের বুড়ি'রা। তাঁকে ভাবা হচ্ছিল ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর দীর্ঘমেয়াদি বিকল্প হিসেবে। যদিও যে প্রত্যাশা নিয়ে তাঁকে আনা হয়েছে, তা পূরণ হয়েছে সামান্য। এরপরও সিরি 'আ'তে সবচেয়ে বেশি বেতনধারী খেলোয়াড় ভ্লাহোভিচ। জুভেন্টাস তাঁকে দেয় সপ্তাহে ২ লাখ ১২ হাজার ৭৮০ পাউন্ড।

রোনালদো: ৩২ লাখ ৮৩ হাজার ৬৪০ পাউন্ড
এই পর্তুগিজ মহাতারকাকে আল নাসর যে বেতন দিচ্ছে, তা-ও চোখ কপালে ওঠার মতো। সৌদি ক্লাবটি রোনালদোকে সপ্তাহপ্রতি দিচ্ছে ৩২ লাখ ৮৩ হাজার ৬৪০ পাউন্ড। ইউরোপিয়ান শীর্ষ পাঁচ লিগের সর্বোচ্চ বেতন পাওয়া খেলোয়াড়দের সম্মিলিত বেতনও এর চেয়ে কম।

এমএলএস, লিওনেল মেসি: ১ লাখ ৮২ হাজার ৬৩০ পাউন্ড
এ তালিকায় বেতনে সবার ওপরে থাকতে পারতেন লিওনেল মেসি। তখন অবশ্য তাঁর ক্লাব ইন্টার মায়ামির বদলে হতো আল হিলাল। আর লিগ মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) পরিবর্তে হতো সৌদি প্রো লিগ। তবে বিপুল অর্থের হাতছানি ভুলে মেসি আল হিলালকে ফিরিয়ে দিয়ে যোগ দেন ইন্টার মায়ামিতে। যেখানে তাঁর বেতনও বাকিদের তুলনায় অনেক কম। ইন্টার মায়ামি মেসিকে সপ্তাহপ্রতি ১ লাখ ৮২ হাজার ৬৩০ পাউন্ড বেতন দেয়। তবে বেতনের পাশাপাশি স্পনসরশিপ চুক্তি এবং অন্যান্য খাত থেকেও টাকা পেয়ে থাকেন মেসি।
আর্জেন্টাইন মহাতারকার পর এমএলএসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেতনধারী ইতালিয়ান তারকা লরেনৎসো ইনসিনিয়ের, যিনি টরন্টো এফসিতে পান ১ লাখ ১৪ হাজার ১৪৪ পাউন্ড।

ক্রিকেটকে বদলে দেওয়া স্টোকসের কাছে '১০০' শুধুই সংখ্যা

আপনজন ডেস্ক: প্রথাগত কথা তিনি কমই বলেন। ক্রিকেটটাও খেলেন প্রথাগত ধরন ভেঙেচুরে। ১০০ টেস্টের মাইলফলক ছোঁয়ার আগেও বেন স্টোকস তাঁর ধারাবাহিকতা রক্ষা করলেন। তাঁর কাছে এই বিশেষ ম্যাচ শুধুই সংখ্যা। আর এটা তিনি ১০০ টেস্ট খেলার মাহাত্ম্য বুঝেই বলেছেন। তাঁর ১০০তম টেস্টের আগে তাঁকে নিয়ে কথা বলেছেন সতীর্থ ওলি পোপও। স্টোকসের সহকারীর মতে, স্টোকস খেলাটাকেই পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তবে ইংলিশ অধিনায়ক এসবে গা ভাসাননি। বিবিসিকে স্টোকস বলেছেন, 'প্রতিটি টেস্টই পরের টেস্টের সমান গুরুত্বপূর্ণ। এরপর আরেকটি টেস্ট আসবে, যেটা ১০১তম টেস্ট হবে। ক্যারিয়ারটা যে অনেক লম্বা সেটিরওই প্রমাণ এটি। কিন্তু ৯৯, ১০০ কিংবা ১০১-এ কী আসে যায়। এটা তো শুধু একটি সংখ্যাই। তবে এতে আবার বুঝে নিয়েন না যে আমি যে সুযোগ পেয়েছি, তা নিয়ে সন্তুষ্টি নেই। কিন্তু মাইলফলকের ক্ষেত্রে শেষ হওয়ার আগে শেষ নেই।'
স্টোকসের অভিষেক ২০১৩ সালে অ্যাডিলেডে। ইংল্যান্ডের ১৬তম ক্রিকেটার হিসেবে ১০০ টেস্ট খেলতে যাচ্ছেন স্টোকস। বর্তমান দলে ১০০ টেস্ট খেলা ক্রিকেটার আছেন দুজন—রুট ও জেমস অ্যান্ডারসন। চোটের কারণে চলতি সিরিজে ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলা স্টোকস ৯৯ টেস্টে রান করেছেন ৬২৫১, উইকেট নিয়েছেন ১৯৭টি। গ্যারি সোবার্স ও জ্যাক ক্যালিসের পর স্টোকস তৃতীয় ক্রিকেটার, যাঁর ৬০০০ রান ও ২০০ উইকেট আছে। টেস্টে ছক্কা মেরেছেন ১২৮টি, যা সর্বোচ্চ।

বাড়ি উপহার পেলেন আইভরিকোস্টের ফুটবলাররা, নাইজেরিয়ানরা পেলেন প্লট-ফ্ল্যাট

আপনজন ডেস্ক: খাদের কিনার থেকে উঠে এসে আফ্রিকা কাপ অব নেশনস (আফকন) জিতেছে আইভরিকোস্ট। রাজধানী আবিজানে ফাইনালে নাইজেরিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে তৃতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হওয়া আইভরিকোস্টের খেলোয়াড়েরা সরকারের কাছ থেকে বড় পুরস্কারও পেলেন।
আফকনজয়ী আইভরিকোস্টের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে ৫ কোটি সিএফএ ফ্রাঁ বোনাস দিয়েছে দেশটির সরকার, বাংলাদেশের মুদ্রায় যা প্রায় ৯১ লাখ টাকা। শুধু অর্থ পুরস্কারই নয়, সব খেলোয়াড়কে একই মূল্যের ভিলা বা বাড়ি উপহার দিয়েছে আইভরিয়ান সরকার।
আর্থিক পুরস্কার পেয়েছেন দলটির ভারপ্রাপ্ত কোচ এমেরসে ফায়েও। গ্রুপ পর্বে মূল কোচ জঁ-লুই গাসে বরখাস্ত হওয়ার পর দায়িত্ব পেয়েছিলেন ফায়ে। ভাগ্যক্রমে নকআউট পর্বে ওঠার পর অবশ্য আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি ফায়ের দলকে।
মঙ্গলবার আফ্রিকা চ্যাম্পিয়ন জাতীয় ফুটবল দলকে সংবর্ধনা দিতে গিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট আলাসেন উয়াত্তারা প্রশংসায় ভাসিয়েছেন খেলোয়াড়দের, 'আপনারা সব আইভরিয়ানকে সুখী করেছেন। শাবাশ, শাবাশ!'
সব খেলোয়াড়কে আইভরিকোস্টের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান ন্যাশনাল অর্ডার খেতাবও দেওয়া হয়েছে। জমি ও ফ্ল্যাট পেলেন নাইজেরিয়ান খেলোয়াড়েরাও
রানার্সআপ হলেও দেশে ফিরে বীরোচিত সংবর্ধনা পেয়েছে নাইজেরিয়া ফুটবল দল। দেশটির প্রেসিডেন্ট খেলোয়াড়দের রাষ্ট্রীয় খেতাব দিয়েছেন। এ ছাড়া প্লট বা জমি ও ফ্ল্যাটও উপহার পেয়েছেন ফাইনালে আইভরিকোস্টের কাছে হারা নাইজেরিয়ার খেলোয়াড়েরা। মঙ্গলবার রাজধানী আবুজায় প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে সংবর্ধনা দেওয়া হয় দলকে। সেখানে প্রেসিডেন্ট বোলা আহমেদ তিনিবু স্বাগত জানান খেলোয়াড়দের। সেখানেই রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ খেতাব ছাড়াও খেলোয়াড়দের একটি করে ফ্ল্যাট ও একখণ্ড জমি উপহার দেওয়া হয়। নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট খেলোয়াড়দের উৎসাহ ধরে রাখার আহ্বানও জানান, 'মাত্রই শেষ হওয়া টুর্নামেন্টের ফলে হতাশ হওয়ার কিছু নেই আমাদের। এখন আবার সবাইকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। আপনারা আমাদের ভবিষ্যতের নায়ক হতে পারেন। স্বপ্ন পূরণের পথে পিছু হটা যাবে না।'

হাড়োয়ার আন্দুলিয়াতে ফারহাদ-এর নেতৃত্বে ১৬ দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া
আপনজন: হাড়োয়া বিধানসভার অন্তর্গত আন্দুলিয়া কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতি সংঘের পরিচালনায় বুধবার দিবারাত্রি ১৬ দলীয় নকআউট মিনি ফুটবল টুর্নামেন্টের জমকালো উদ্বোধন করেন উঃ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ তথা মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের রাজ্য সভাপতি একেএম ফারহাদ। এছাড়া এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও দেগঙ্গা উৎপল পুরকাইত, বারাসাত -২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শ্রী শম্ভুনাথ ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি,আইসি শাসন মোঃ ফিরোজ আলি, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সাহাবুদ্দিন আলি, মান্নান আলি, প্রধান তৃষ্ণা পাত্র,বাদশা আলী,গ্রাম সদস্য আজগার আলী, সহিদুল ইসলাম, মহিবুল ইসলাম সহ ক্লাবের কর্মকর্তারা।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**